লেখকের লিখিত গ্রন্থাবলী

১। তোহফায়ে কালিমী (যিকির সম্পর্কিত)।
২। মুনকাশিফ (মুনশায়েব এর শারাহ)।
৩। কাশফুল আদাব (ফায়যুল আদাব এর শারাহ) প্রথম খন্ড।
৪। আযীযুল আদাব (মাজানীয়ুল আদাব এর শারাহ)।
৫। এতেকাফের নিয়ম ও মসায়েল।
৬। নাগমাতে কালিমী (নাত ও গজলের বই) ।
৭। নাগমাতে আযীযী।
৮। তাযকেরায়ে মাশায়েখে পান্ডুয়া।
৯। ইলম এবং আলেমসম্প্রদায়।
১০। ভূমিকম্পের কারণ ও পূর্ববর্তী আযাবের বিবরণ।
১১। ইমামের অনুসরণে ক্বেরাতের হুকুম।
১২। আ'লা হযরত-এর মহান ব্যক্তিত্ব।
১৩। ফুরফুরাপন্থীদের হাকীকত
১৪। রুকুর আগে ও পরে হাত তোলার বিধান
১৫। মহিলাদের সাজ-সজ্জা ও তার বিধান
১৬। দাওয়াত ইলাল খাইর কে কামিয়াব তরিক্বে।

Published by.:
SERAJIA DARU ISHAT
BARA BAGAN, MANIKCHAK, MALDA (W.B.), INDIA

মহিলাদের সাজ-সজ্জা ও তার বিধান

লেখক
আযীযে মিল্লাত মুফতী
মুহাম্মাদ আব্দুল আযীয কালিমী

-ঃ প্রকাশনায় ঃ-
সেরাজিয়া দারুল ইশায়াত
বড় বাগান, মানিকচক, মালদা (পঃ বঃ), ভারত

ক্বোরআন ও হাদীসের আলোকে

মহিলাদের সাজ-সজ্জা

ও

তার বিধান

লেখক

ক্বোরআন ও হাদীস বিশারদ আযীযে মিল্লাত

মুফতী আব্দুল আযীয কালিমী

বড় বাগান, মানিকচক, মালদা

শিক্ষকঃ-

মাদ্রাসা মাদীনাতুলউলূম

খালতিপুর, কালিয়াচক, মালদা

মোঃ ৯৭৩৪১৩৫৩৬২

ইমামঃ-

পাঁচতলা জামে মসজিদ

ঘড়িয়ালিচক, কালিয়াচক

মালদা, পঃ বঃ, ভারত

ঃ- পরিমার্জনায় ঃ-

হযরত মৌলানা হাজী তাফাজ্জুল হোসাইন আশরাফী

প্রকাশ কাল- ২০২১

প্রকাশ সংখ্যা- ২০০০ কপি

মূল্য- ৬০.০০ টাকা

মূদ্রণেঃ- **সেরাজিয়া দারুল ইশায়াত** * বড় বাগান, মানিকচক, মালদা

উৎসর্গ

- হুযূর তাজুল উরাফা সায়্যেদ শাহ মাসরূর আহমাদ কালিমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
- হুযূর তাজুশ শারীয়া আল্লামা আখতার রেজা আযহারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
- ইমামুন নাহু হুযূর মুফতী বেলাল আহমাদ নূরী পুর্ণিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
- সমস্ত শিক্ষকমন্ডলী যাঁদের অশেষ করুণার দ্বারা এই অধম ধর্মের খেদমত করার সৌভাগ্য লাভ করেছে
- আমার পরম ও চরম শ্রদ্ধেয় মাতা-পিতা যাঁদের নেক দোয়া ও পরম স্নেহের দ্বারা এই অধম লালিত পালিত হয়েছে।

তাছাড়া, আমার গোত্রের ছোট-বড়ো সকল, বিশেষ করে আমার দাদা-দাদী, নানা-নানী, কাকা-কাকী, মামা-মামী এবং ভাই-বোন যারা ইহকাল ত্যাগ করে পরকাল গমন করেছেন। আমি আমার লেখনীর দ্বারা সঞ্চিত ও অর্জিত সমস্ত নেকী তাঁদের জন্য উৎসর্গ করলাম।

ইতি

মুহাম্মাদ আব্দুল আযীয কালিমী

১ম অক্টোবর ২০২০

সূচী পত্র

পোশাক মাধ্যম সাজ-সজ্জা

ধর্মীয় কিছু বিধান - ১২
সাজ-সজ্জার ইসলামী বিধান - ১৩
পোশাকের ইসলামী বিধান - ১৬
পাতলা কাপড় পরিধান করার বিধান - ১৭
টাইট পোশাকের বিধান - ১৯
টাইট পোশাকের ক্ষতিসমূহ - ২০
শাড়ির বিধান - ২১
রং বেরং পোশাক পরিধান করা - ২২
কোনও পোশাক কে নির্দিষ্ট করে নেওয়া - ২৩
কারুকার্য করা পোশাকের বিধান - ২৪
দামি পোশাকের বিধান - ২৫
রেশমী কাপড়ের বিধান - ২৬
সাদা পোশাকের বিধান - ২৬
হাফ হাতা পোশাকের বিধান - ২৭
নাইটি পরার বিধান - ২৮
জ্যাকেট পরার বিধান - ২৯
ওয়াশ কোট পরার বিধান - ২৯
শালওয়ার কামিজ পরার বিধান - ৩০
লেহাঙ্গা পরার বিধান - ৩১
পায়জামা পরার বিধান - ৩১

মহিলাদের কীরূপ পোশাক পরতে হবে - ৩২
প্যান্ট পরিধান করার বিধান - ৩২
নীচের দিক থেকে কত পরিমাণ ঝুলিয়ে রাখবে - ৩৩
প্যাড ব্যবহার করার বিধান - ৩৪
ওড়না পরার বিধান - ৩৫
স্টোল ওড়না পরার বিধান - ৩৬
স্কার্ফ (হাফ বোরকা) - ৩৬
বোরকা পরিধান করার বিধান - ৩৭
মোজা পরার বিধান - ৩৮
ব্লাউজ বা ব্লেজার ব্যবহার - ৩৯
কলার লাগানো পোশাক - ৪০
কোমরের নীচে কুচি করা পায়জামা - ৪১
খ্যাতি লাভের উদ্দেশ্যে পোশাক পরা - ৪১
আতর ব্যবহার করার বিধান - ৪২
সুগন্ধিময় বস্তু ব্যবহার করার বিধান - ৪৩

চুলের সাজ-সজ্জা

পরচুলা ব্যবহার করার বিধান - ৪৩
চুল কালো করার বিধান - ৪৪
সাদা চুলকে কালো লালছে করা - ৪৭
ইঞ্জেকশন দ্বারা চুলকে কালো করা - ৪৭
মাথার উপর ঝুঁটি বাঁধা - ৪৮
মাথার পিছনে ঝুঁটি বাঁধা - ৪৮

চুল গাঁথার বিধান - ৪৮
সিঁথি করার বিধান - ৪৮
চুল কাটার বিধান - ৪৯
স্বামীর নির্দেশে চুল কাটা - ৪৯
চুলে চিরুনী করার বিধান - ৫০
বালিকাদের চুল কাটার বিধান - ৫০
চুলে ক্লিপ ব্যবহার করার বিধান - ৫১
চোখের ভ্রু সরু করার বিধান - ৫১
মুখমণ্ডলের চুল পরিষ্কার করার বিধান - ৫২
বগল ও নাভিতল পরিষ্কার করার বিধান - ৫২
হাত ও পায়ের চুল পরিষ্কার করার বিধান - ৫৩
চারটি জিনিসকে দাফন করার হুকুম - ৫৩

চেহেরার সাজ-সজ্জা

কর্ন ছেদন করার বিধান - ৫৪
নাক ছেদন কারার বিধান - ৫৫
দাঁত ফাঁকা বা সরু করার বিধান - ৫৫
সুরমা ব্যবহার করার বিধান - ৫৫
চশমা পরার বিধান - ৫৬
স্বর্ণ ও রৌপ্যের ফ্রেম ব্যবহার করার বিধান - ৫৬
চোখে লেন্স ব্যবহার করার বিধান - ৫৬
দাঁতন ব্যবহার করার বিধান - ৫৬
দাঁতন করা নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য সুন্নাত - ৫৭
দাঁতে ব্রাশ করার বিধান - ৫৮
শরীরে দাগ লাগানোর বিধান - ৫৯

লিপ-স্টিক ব্যবহারের বিধান - ৬০
বিন্দি(টিকলি) ব্যবহারের বিধান - ৬০
বিউটি পার্লার-এ মেক-আপ করা - ৬০
সৌন্দর্যের জন্য সার্জারী করার বিধান - ৬১

হাতের সাজ-সজ্জা

মেহেদী ব্যবহার করার বিাধান - ৬২
নখ বড় রাখার বিধান - ৬৩
নখ পালিশ এর বিধান - ৬৩
চুড়ি ও পলার বিধান - ৬৪
আংটি পরিধান করার বিধান - ৬৪
হাতে রুমাল নিয়ে থাকার বিধান - ৬৪
সোনার ঘড়ি পরিধান করার বিধান - ৬৫
সোনা বা চাঁদির কলম ব্যবহার করা - ৬৬

পায়ের সাজ-সজ্জা

বুট পরিধান করার বিধান - ৬৬
উঁচু গোড়ালি জুতো পরার বিধান - ৬৭
তোড়া (নুপুর) পরিধান করার বিধান - ৬৭
পায়ে মেহেদী লাগানোর বিধান - ৬৮
পায়ে আংটি পরার বিধান - ৬৯

অলঙ্কারের মাধ্যমে সাজ-সজ্জা

সোনা ও রুপার বিধান	- ৬৯
কৃত্রিম ও নব আবিষ্কৃত ধাতব গহনার বিধান	- ৭০
হাড়ের তৈরী গহনার বিধান	- ৭০
শিশুদের নাক কান ছেদানো ও গহনা পরানো	- ৭২
ফুলের অলঙ্কারের বিধান	- ৭৩
লোহার অলঙ্কারের বিধান	- ৭৪
প্লাস্টিক এর অলঙ্কারের বিধান	- ৭৪
গহনা অথবা রূপ চর্চার বিধান	- ৭৫
ঘুঙুর (বাজনা) যুক্ত অলঙ্কারের বিধান	- ৭৬
ঘুঙুর বা বাজনা যুক্ত অলঙ্কার কখন জায়েজ	- ৭৭
গহনা পরে নামায পরার বিধান	- ৭৭
গহনা না পরার বিধান	- ৭৮
কাঁসার অলঙ্কার এবং বাসনের বিধান	- ৭৯

অভিমত

কোরআন ও হাদীসের পন্ডিত, মুফতীগণের শিরোমনি শাইখুল হাদীস হযরত আল্লামা মুফতী **ওয়ায়েজুল হক মিসবাহী** (রাজমহল, শাইখুল হাদীসঃ মাদ্রাসা রেজবীয়া পঞ্চানন্দপুর, মোথাবাড়ি, মালদা– এর কলমে।

বিশ্ববিধাতা মহান আল্লাহ যমিন ও আকাশকে সৃষ্টি করেন। অতঃপর অপূর্ব আকার আকৃতি এবং রূপ গঠনে পরিপূর্ণ শ্রেষ্ঠ মাখলুক মানব জাতির আদি পিতা আবুল বাশার হযরত আদম আলাইহিস সালাম কে পয়দা করেন এবং তাঁর হৃদয় আরাম ও শান্তির জন্য তাঁরই বাম পাঁজরের হাড় থেকে এক সুন্দর অপূর্ব মহিলা মানব কুলের আদি মাতা হযরত হাও-ওয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে সৃষ্টি করেন। মহান রাব্বুল আলামীন এর বিধি বিধানের সীমা রেখায় থেকে উভয়ের মিলন সম্পর্ক গড়ে ওঠে।যার কর্মফল হিসাবে আজ সারা পৃথিবী অসংখ্য মানব জাতি পুরুষ ও মহিলাতে পরিপূর্ণ। মহান আল্লাহ ইর্শাদ করেন-

يٰۤاَيُّهَاالنَّاسُ اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء

واتقوا الله الذى تسائلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا.

অর্থাং- হে মানবজাতি! স্বীয় প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তারই থেকে তার জোড়া সঙ্গীনী সৃষ্টি করেছেন আর এ দুজন থেকে বহু নর-নারী বিস্তার করেছেন। এবং আল্লাহকে ভয় কর যাঁর নাম নিয়ে প্রার্থনা করো আর আত্মীয়তার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখো। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বদা তোমাদেরকে দেখছেন (কান্মুল ঈমান পারা ৪, সুরা নিসা আয়াত ১)

অনুরূপ মহান আল্লাহ এ দু'জনের আওলাদ মানবজাতি সকল নর-নারী উভয়ের মধ্যে প্রেম প্রীতি ভালোবাসা এবং দয়া স্থাপন করেছেন এবং নারীদেরকে নরদের জন্য শান্তি ও আরামের হেতু হিসাবে উল্লেখ করেছেন, মহান আল্লাহ ইর্শাদ করেন–

ومن اٰياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها

وجعل بينكم مؤدة ورحمة ان فى ذالک لايات لقوم يتفكرون.

অর্থাৎ: এবং তাঁর নিদর্শনগুলোর মধ্যে রয়েছে যে, তোমাদের জন্য তোমাদেরই জাতি থেকে সঙ্গীনীদের সৃষ্টি করেছেন যাতে তাদের নিকট শান্তি পাও এবং তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া স্থাপন করেছেন নিশ্চয় তাতে নিদর্শনসমূহ রয়েছে চিন্তাশীলদের জন্য (পারা ২১, সূরা আর-রুম, আয়াত ২১)

এই মানবজাতিকে প্রেরণ করা হয়েছে এজন্যই যে, তারা মহান রাব্বুল আলামীন এর পরিচিতি লাভ করে, ইবাদত ও বন্দেগীর মধ্য দিয়ে তাকে মরন যাবৎ স্মরণ করতে থাকবে, কোন মুহূর্তে তার স্মরণ থেকে গাফেল হবে না। মহান আল্লাহ ইর্শাদ করেন–

وماخلقت الجن والانس الاليعبدون

অর্থাৎ: এবং আমি জ্বিন ও মানব এ সৃষ্টি করেছি যে, আমার ইবাদত করবে। (কানযুল ঈমান, সূরা আয-যারিয়াত, আয়াত ৫৬)

যারা এই সৃষ্টি হেতু জেনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তারা হয়েছেন লাভবান ও সফলকাম এবং যারা উক্ত হেতুকে খুন করে জীবনের সমাপ্তি রেখা টেনে গেছেন তারা হয়েছেন ক্ষতিগ্রস্থ ও বিপদগামী, পবিত্র কোরআন ইর্শাদ করেছে–

ان الانسان لفى خسر الاالذين امنواوعملواالصالحات وتواصوبالحق وتواصوبالصبر

অর্থাৎ: নিশ্চয় মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে কিন্তু যারা ঈমান এনেছে এবং সৎ কাজ করেছে এবং একে অপরকে সত্যের জন্য জোর দিয়েছে, আর একে অপরকে ধৈর্য ধারণের উপদেশ দিয়েছে। (পারা ৩০, সূরা আল-আসর)

বর্তমানে প্রায় নর-নারীদের জীবন পথের প্রতিটি ধাপে আল্লাহ ও রাসুলের বিধি বিধান খন্ন হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে মহিলাদের যাদেরকে মহান আল্লাহ পুরুষদের জন্য শান্তির মাধ্যম হিসাবে সৃষ্টি করেছেন তারা ইচ্ছা বা অনিচ্ছাক্রমে নিজেদের আমল স্থানকে পরিত্যাগ করে ধ্বংসের পথে নেমে পড়েছেন এবং তাদের এ ব্যাপারে আদৌ লক্ষ্য নেই যে, আমাদের বাস্তব স্থান কী? মেয়েরা হচ্ছে আপাদমস্তক পর্দার বস্তু। মহান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিস অ সালাম ইর্শাদ করেন–

عن النبى ﷺ قال المرأة عورة فاذاخرجت استشرفهاالشيطان

অর্থাৎ: নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম থেকে বর্ণিত তিনি ইর্শাদ করেছেন নারী হচ্ছে পর্দার বস্তু সুতরাং সে বেরিয়ে পড়লে শয়তান তাকে দৃষ্টি তুলে তাকায় (মিশকাত শরীফ পৃঃ ২৬৯)

পর্দার সাথে থাকা হচ্ছে তাদের জন্য প্রকৃত ও বাস্তবস্থান আর মূল জায়গা ছেড়ে দিলে বস্তুর মরণ অনিবার্য। আজ অধিকাংশ মহিলা দেখতে জীবন্ত মনে হলেও তারা মৃত-র পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। তাদেরকে তাদের প্রকৃত মঞ্চে রেখে অনড় ও প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য কোরআনের অনেক আয়াত এবং মহান নবীর একাধিক হাদীসগুলোর মধ্যে বড় তাদিগ এসেছে।

কিন্তু সেই সঙ্গে তাদের-কে সাজ-সজ্জা করতেও কোন বাধা নেই। তারা সাজ-সজ্জার পাত্রী সাজ-সজ্জা করবে তবে এর প্রতিটি মুহূর্তে ধর্মীয় নীতিমালা এবং শরঈ বিধান কে মেনে চলতে হবে। কিন্তু তারা শরঈ (ধর্মীয়) সীমা লঙ্ঘন করে নিজেদের শরীয়ত পরিপন্থী আচরণ ও ধর্মহীন ব্যবহার দ্বারা আমাদের পরিবেশকে অত্যন্ত নোংরা করে ফেলেছে।

এ পরিস্থিতিতে আমাদের আলেম সমাজের ধর্মীয় দায়িত্ব হচ্ছে যে, মহিলাদের শরীয়ত বিরোধী আচরণ যা আমদের সমাজের মধ্যে ব্যাপক হয়ে পড়েছে সেটা-কে শরঈ (ধর্মীয়) প্রমাণাদী দ্বারা খন্ডন করে তাদেরকে সঠিক পথের অনুসন্ধান দান করা।

ধন্য আমার স্নেহের ভাই ফাজিলে নাওজাওয়ান একাধিক পুস্তক পুস্তিকার প্রণেতা হযরত মৌলানা **মুফতী আব্দুল আযীয কালিমী** সাহেব (যীদা মাজদুহু) তিনি সময়ের প্রয়োজনীয়তাকে অনুভব করে এই ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং কোরআন ও সুন্নাহ এবং বিশ্বস্ত ফক্বীহ আলেমগণের উক্তিমালার আলোকে শরঈ (ধর্মীয়) সাজ-সজ্জার বিশাল বিবরণ দান করেন এবং সেটাকে পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করে তার নামকরণ করেন **"মহিলাদের সাজ-সজ্জা ও তার বিধান"**। পুস্ত কটি যদিও শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পূর্ণাকারে পড়ার সুযোগ পাইনি তবে যে পরিমাণ পাঠ করেছি আল-হামদুলিল্লাহ, প্রমাণযুক্ত পেয়েছি। অতঃপর পাঠকরা নিজেই বিচার করবেন কি রকম মূল্যবান কেতাব?

আমি দেখেছি যে, যখনই কোন ধর্মীয় সমস্যা দাঁড়িয়েছে সে মুহূর্তে আমার প্রিয় ভাই উক্ত সমস্যার সমাধানের জন্য নিজেকে তৈরী করেছেন এবং যতক্ষণ না সমাধান হয়েছে নিজের মধ্যে এক প্রকার অশান্তি অনুভব করেছেন।

এটা লেখকের প্রথম রচনা নয় এর পূর্বেও সময়ের প্রয়োজন মাফিক কলম ধরেছেন এবং একাধিক পুস্তক পুস্তিকা রচনা করে সমাজের হাতে তুলে দিয়েছেন। মহান আল্লাহ'র দরবারে দোয়া করি যে, লেখকের এই কেতাবসহ অন্যান্য কেতাবাদি জনপ্রিয়তা দান করেন এবং তাকে দীর্ঘায়ু করে ইলমী খেদমতের সুযোগ দান করেন। (আমীন সুম্মা আমীন)

ইতি

ওয়ায়েজুল হক মিসবাহী

অভিমত

বাংলার গৌরব, শেরে রাযা, মুনাযিরে আহলে সুন্নাত, ফাক্বীহে বাঙ্গাল হযরত আল্লামা মাওলানা **মুফতি মুহাম্মাদ আলিমুদ্দিন রেজবী** (আতালল্লাহু উমরাহু অ-ফাযলাহু)

এফ.ডি.এন., এম.এম, এম.এ., বি.এড
শিক্ষক- নাইত শামসেরিয়া হাই মাদ্রাসা
রঘুমানাথগঞ্জ, জঙ্গীপুর, মুর্শিদাবাদ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله والصلوة والسلام على من لا نبى بعده امابعد:

পশ্চিমবঙ্গের তরুন লেখক, দারসে নিযামিয়ার সফল শিক্ষক, বক্তৃতা জগতে যুগ-উপযোগী উপস্থাপক ও ইসলামী গবেষক, আযীযে মিল্লাত আল্লামা মাওলানা **মুফতী মুহাম্মাদ আব্দুল আযীয কালিমী** সুন্নীউল ক্বাদেরী, বিরচিত "**মহিলাদের সাজ-সজ্জা ও তার বিধান**" নামক গবেষণামূলক পুস্তিকাটির কিছু অংশ পড়ে দেখার সুযোগ আমার হয়েছে। নারীদের আসল ইসলামী পোশাক এবং বর্তমান যুগে নারীদের কিছু আধুনিক পোশাকের মধ্যে পার্থক্য সূচিত করে, কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে, চুল-চেরা বিচার করতে এবং এ প্রসঙ্গে ইসলামী শরীয়ার বিধান কী? তা সুস্পষ্ট ও সঠিকভাবে তুলে ধরতে লেখক অনেকটাই সক্ষম হয়েছেন বলে আমার মনে হয়েছে।

বর্তমান যুগে কিছু আধুনিক পোশাকের আড়ালে মা-বোনদের মান ও ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলার যে ধরণের সামাজিক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে, তাতে এই ধরণের পুস্তকাদি পড়ে আমল করলে অ্যান্টিবায়োটিক হিসাবে কাজ করবে বলে আমি আশাবাদী। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর হাবীবের ওসীলায় গাওসে খাজা রাযা হামিদ ও মুস্তাফা-র সদক্বায় লেখককে যেন এই ধরণের আরো বেশী বেশী পুস্তক পুস্তিকা রচনা করার তাওফিক দান করেন।

আমীন ইয়া রাব্বুল আলামীন।

ইতি
খাদিমে আহলে সুন্নাত
মুহাম্মাদ আলিমুদ্দীন রেজবী আখতারী
মাজহারী, জঙ্গীপুর, মুর্শিদাবাদ
০৮/১০/২০২০

ধর্মীয় কিছু বিধান

نحمدک یاالله والصلوٰة والسلام علیک یارسول الله

وعلیٰ الک واصحابک یاشفیعنایوم الجزا امابعد

☞সাজ-সজ্জা একটা মানবিক অভ্যাস তাই ইসলাম ধর্ম যেমন ভাবে সাজ-সজ্জার অনুমতি দিয়েছে, তেমনই তা ত্যাগ করলে নিন্দাও করেছে। যেমন আল্লাহপাক পবিত্র ক্বোরআনে বলেন-

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِىْ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ

অর্থাৎ (হে নাবী সাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামা)

আপনি বলুন ঃ আল্লাহর সাজ-সজ্জাকে, যা তিনি বান্দাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন কে হারাম করেছে? (সূরা আ'রাফ, আয়াত ৩২)

☞**নারীদের সাজ-সজ্জার ইশারাও করেছেন-**

اَوَمَنْ يُّنَشَّؤُا فِى الْحِلْيَةِ وَهُوَفِى الْخِصَامِ غَيْرُمُبِيْنٍ

অর্থাৎ: তারা কি এমন ব্যক্তিকে আল্লাহর জন্য বর্ণনা করে, যে অলংকারে লালিত পালিত হয় এবং বিতর্কে কথা বলতে অক্ষম। (সূরা যুখরুফ, আয়াত ১৮)

☞আল্লাহপাক সাজ-সজ্জার সরঞ্জাম খোজ করাকে নেয়ামত ও এহসান হিসাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

وَهُوَالَّذِىْ سَخَّرَالْبَحْرَلِتَاْكُلُوْامِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّاوَتَسْتَخْرِجُوْامِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا

অর্থাৎ: তিনিই কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন সমুদ্রকে, যাতে তা থেকে তোমরা তাজা মাংস খেতে পার এবং তা থেকে বের করতে পার পরিধেয় অলঙ্কার। (সূরা নাহল, আয়াত ১৪)

وَمِمَّايُوْقِدُوْنَ عَلَيْهِ فِى النَّارِابْتِغَآءَ حِلْيَةٍ اَوْمَتَاعٍ زَبَدٌمِّثْلُهٗ

অর্থাৎ: এবং সেই মতই ফেনারাশি সেই বস্তুতেও থাকে যাকে অলঙ্কার অথবা তৈজসপত্রের জন্যে মানুষ আগুনে উত্তপ্ত করে। (সূরা রাদ, আয়াত -১৭)

সাজ-সজ্জার পরিসীমা

ইসলাম যেভাবে সাজ-সজ্জাকে পছন্দ করেছে এবং তার প্রতি উৎসাহিত করেছে অনুরূপ তার সীমা পরিসীমাও নির্ধারিত করে দিয়েছে।

☞নিজ স্বামী ছাড়া পর পুরুষের জন্য অঙ্গসজ্জা নিষেধ করে দিয়েছে।

عَنْ مَيْمُوْنَةَ بِنْتِ سَعْدٍوَكَانَتْ خَادِمًا لِلنَّبِيِّ ﷺقَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَثَلُ الرَّافِلَةِ فِى الزِّيْنَةِفِىْ غَيْرِاَهْلِهَا كَمَثَلِ ظُلْمَةِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَانُوْرَلَهَا (ترمذى،كتاب الرضاع)

অর্থাৎ: হযরত মাইমুনা বিনতে সা'দ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামার খাদিমা (সেবিকা) ছিলেন। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলেছেন ঃ স্বামী ব্যতিত অন্য লোকের সামনে যে নারী সাজগোজ করে আকর্ষণীয় পোশাকে প্রকাশিত হয় সে কিয়ামতের দিনের অন্ধকার সমতূল্য। সেদিন তার জন্য কোনও আলোর ব্যবস্থা থাকবে না। (তিরমিজী শরীফ হাঃ ১১৬৭, ১ম খন্ড ২০০ পৃষ্ঠা)

☛ স্বামীর সামর্থ্যের উর্দ্ধে কিছু চাওয়াকে ইসলাম ধর্ম অপছন্দ করেছে। আল্লাহপাক বলেন -

يَاَيُّهَاالنَّبِىُّ قُلْ لِاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَافَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ وَاُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا

অর্থাৎ: হে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আপনি স্ত্রীগণকে বলুন, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার বিলাসিতা কামনা কর, তবে এসো, আমি তোমাদের ভোগের ব্যবস্থা করে দিই এবং উত্তম পন্থায় তোমাদের বিদায় নিই। (সূরা আহযাব, আয়াত ২৮)

☛ ইসলাম মহিলাদেরকে প্রকাশ্যে বাইরে ঘোরা ফেরা করতে নিষেধ করেছে এবং নিজ বাসস্থানেই অবস্থান করতে বলেছে। যেমন আল্লাহপাক বলেন-

وَقَرْنَ فِى بُيُوْتِكُنَّ وَلَاتَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى

অর্থাৎ: তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে মূর্খতা যুগের অনুরূপ নিজেদেরকে প্রদর্শন করবে না। (সূরা আহযাব, আয়াত ৩৩)

☛ যদি বাইরে যেতেই হয় তাহলে তার নিয়মও বলে দিয়েছেন।

يَاَيُّهَاالنَّبِىُّ قُلْ لِاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ

অর্থাৎ: হে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আপনি আপনার স্ত্রীগণ ও কন্যাগণ এবং মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিছু অংশ নিজেদের উপর টেনে নেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। (সূরা আহযাব, আয়াত ৫৯)

☞ইসলাম এটাও বলে দিয়েছে যে, মহিলারা রাস্তায় কীভাবে চলাচল করবে। عَنْ حَمْزَةَ بْنِ اَبِىْ اُسَيْدِالْاَنْصَارِىْ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ ﷺ يَقُوْلُ وَهُوَ خَارِجٌ مِنَ الْمَسْجِدِفَاخْتَلَطَ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِىْ الطَّرِيْقِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلنِّسَاءِ اسْتَأْخِرْنَ،فَاِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ اَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيْقَ عَلَيْكُنَّ بِحَافَّاتِ الطَّرِيْقِ فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِحَتّٰى اِنَّ ثَوْبَهَالَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِمِنْ لُصُوْقِهَابِهِ

অর্থাৎ: হযরত হামযাহ ইবনু উসাইদ আল-আনসারী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে তার পিতার সূত্র থেকে বর্ণিত।

তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম-কে বলতে শুনেছেন, যখন তিনি মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় দেখলেন, রাস্তায় পুরুষরা মহিলাদের সঙ্গে এলোমেলো হয়ে গিয়েছে। তখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মহিলাদের বলেনঃ তোমরা একটু অপেক্ষা কর। কারণ তোমাদের রাস্তার মাঝ দিয়ে চলাচলের পরিবর্তে পাশ দিয়ে চলাচল করা উচিৎ। সুতরাং মহিলারা দেয়ালের পাশ দিয়ে চলাচল করতো, এতে তাদের চাদর দেয়ালের সঙ্গে আটকে যেতো। (আবু দাউদ শরীফ, হাঃ ৫২৭২, কেতাবুন নেকাহ)

☞পরপুরুষের সাথে কথাবার্তা বলতে নিষেধ করেছে, হ্যাঁ প্রয়োজনে শরীয়তের বিধান মেনে কথাবার্তা বলার অনুমতি বা ছাড় দিয়েছে। যেমন-

وَاِذَاسَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًافَسْئَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَآءِ
حِجَابٍ ذٰلِكُمْ اَطْهَرُلِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ

অর্থাৎ: তোমরা তাঁর (নাবীর) স্ত্রীগণের কাছে কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এটা তোমাদের অন্তরের জন্য এবং তাঁদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্রতার কারণ। (সূরা আহযাব, আয়াত ৫৩)

☞পর্দাবস্থায় কথা বার্তার মাধ্যমেও এমন অবস্থা থেকে বাঁচতে বলেছে, যাদ্বারা ফিতনা-ফ্যাসাদ ও আবদ্ধতার প্রকাশ হতে পারে।

فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِىْ
فِىْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا

অর্থাৎ: তোমরা পরপুরুষের সাথে কোমল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গীতে কথা বলবে না। ফলে সেই ব্যক্তি কুবাসনা করে, যার অন্তরে ব্যাধি/অসুখ রয়েছে তোমরা সঙ্গত কথা বার্তা বলবে। (সূরা আহযাব, আয়াত ৩২)

☞নিজ বাসস্থানে অবস্থান অবস্থাতেও গায়ের মাহরাম (সেই আত্মীয় যাদের সাথে বিবাহ বৈধ) লোকেদের থেকে পর্দার নির্দেশ দিয়েছে এবং তাদের সামনে নিজের সাজ-সজ্জা প্রকাশ করতে নিষেধ করেছে।

وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ
اَوْاَبْنَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْاِخْوَانِهِنَّ اَوْبَنِىْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِىْٓ اَخَوٰتِهِنَّ

অর্থাৎ: এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুপুত্র, ভগ্নিপুত্র ব্যতীত কারো সামনে নিজ সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। (সূরা নূর, আয়াত ৩১)

পোষাকের ইসলামী বিধান

ইসলাম ধর্ম ইবাদতের ক্ষেত্রেও সাজ-সজ্জার নির্দেশ দিয়েছে। আল্লাহ পাক বলেন-

يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

অর্থাৎ: হে আদম সন্তান তোমরা প্রত্যেক নামাযের সময় সাজ-সজ্জা পরিধান করে নাও। (সূরা আরাফ, আয়াত ৩১)

☞পোশাক এমন হওয়া জরুরী যাতে মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঢেকে যায়।

يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَاعَلَيْكُمْ لِبَاسًايُّوَارِىْ سَوَاتِكُمْ وَرِيْشًاوَلِبَاسُ
التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰالِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ

অর্থাৎ: হে আদম সন্তান! আমি তোমাদের জন্য পোশাক অবতীর্ন করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করে এবং অবতীর্ন করেছি সাজ-সজ্জা বস্ত্র এবং পরহেজগারীর পোশাক, এটি সর্বোত্তম। এটি আল্লাহর কুদরতের অন্যতম নিদর্শন, যাতে তারা চিন্তা ভাবনা করে। (সূরা আরাফ, আয়াত ২৬)

❖ আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী (রাহমাতুল্লাই আলাইহি) বলেন,

اِعْلَمْ اَنَّ الْكِسْوَةَ مِنْهَا فَرْضٌ وَهُوَمَايَسْتُرُالْعَوْرَةَ

অর্থাৎ: জেনে নাও সেই পরিমাণ পোশাক পরিধান করা ফরয যাতে সতর (শরীরের যে অংশ ঢাকার নির্দেশ আছে) তা ঢেকে যায়। (রাদ্দুল মোহতার, কেতাবুল হাযর অল এবাহাত ফাসলুন ফিল লাবসে, ৬ খন্ড, ৩৫১ পৃষ্ঠা)

❖নারীদের সর্ব শরীর; মাথা থেকে পা পর্যন্ত সতর, সুতরাং সর্ব শরীরই ঢেকে রাখা ফরয।

وَالْمَرْأَةُ تَسْتُرُهَامِنَ الرَّأسِ اِلىٰ الْقَدَمِ

অর্থাৎ: মহিলাদের জন্য মাথা থেকে পা পর্যন্ত সতর। (তাকমেলাতু উমদাতির রেয়ায়া ৪ খন্ড ৪৮ পৃষ্ঠা)

পাতলা কাপড় পরিধান করার বিধান

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَااَنَّ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَعَلَيْهَاثِيَابٌ رِقَاقٌ فَاَعْرَضَ عَنْهَارَسُوْلُ اللّٰهِﷺ لَمْ تَصْلُحْ اَنْ يُّرَى مِنْهَا

অর্থাৎ: হযরত মা আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদা হযরত আসমা বিনতে আবি বাকার (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এর নিকট পাতলা কাপড় পরে হাযির হলে, তিনি তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন এবং বলেন হে আসমা! যখন মেয়েরা সাবালিকা হয় তখন তাদের এমন পাতলা কাপড় পরা উচিৎ নয় যাতে তদের শরীর দেখা যায়। (আবু দাউদ শরীফ হাঃ ৪০৫৯, কেতাবুল লেবাস)

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ اَبِىْ عَلْقَمَةَ عَنْ اُمِّهِ قَالَتْ دَخَلَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ عَلٰى عَائِشَةَ وَعَلَيْهَاخِمَارٌ رَقِيْقٌ فَشَقَّتْهُ عَائِشَةُ وَكَسَتْهَاخِمَارًاكَثِيْفًا

অর্থাৎ: হযরত আলকামা ইবনু আলকামা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর মাতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদিন হযরত হাফসা বিনতে আব্দুর রাহমান (রাদিয়াল্লাহু আনহা) একটি খুব পাতলা ওড়না পরিহিত অবস্থায় হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এর নিকট গেলেন। তখন হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) উক্ত পাতলা ওড়নাখানা ছিঁড়ে ফেললেন এবং তাকে একটা মোটা ওড়না পরিয়ে দিলেন। (মিশকাত শরীফ, হাঃ ৪৩৭৫)

عَنْ دَحْيَةَ بْنِ خَلِيْفَةَ الْكَلْبِىْ اَنَّهُ قَالَ اُتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِقَبَاطِىَّ فَاَعْطَانِىْ مِنْهَا قُبْطِيَّةً فَقَالَ اصْدَعْهَاصَدْعَيْنِ فَاقْطَعْ اَحَدَهُمَاقَمِيْصًاوَاَعْطِ الْآخَرَامْرَأَتَكَ تَخْتَمِرُبِهِ فَلَمَّااَدْبَرَ قَالَ وَأْمُرِامْرَأَتَكَ اَنْ تَجْعَلَ تَحْتَهُ ثَوْبًالَا يَصِفُهَا

অর্থাৎ: দাহয়া ইবনু খলিফা আল কালবী রাদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এর নিকট কিছু মিশরীয় কাপতান কাপড় এলো। তিনি সেগুলো থেকে আমাকে একটি কাতান (বিশেষ কাপড়) দিয়ে বললেনঃ এটাকে দু টুকরো করো। এক টুকরো কেটে জামা বানাবে এবং অপরটি তোমার স্ত্রীকে ওড়না বানাতে দিবে। তিনি ফিরে যাওয়ার সময় নাবী আলাইহিস সালাম ওকে বললেনঃ তোমার স্ত্রীকে এর নীচে আর একটি কাপড় পরে নিতে বলবে, যেন তার দেহের আকৃতি দেখা না যায়। (আবূ দাউদ শরীফ, হাঃ ৪১১৬, কেতাবুল লেবাস)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صِنْفَانِ مِنْ اَهْلِ النَّارلَمْ اَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَاَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُوْنَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌكَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِلَاتٌ مَائِلَاتٌرُؤُسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَايَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَايَجِدْنَ رِيْحَهَا وَاِنَّ رِيْحَهَالَيُوْجَدُمِنْ مَسِيْرَةٍ كَذَاوَكَذَا

অর্থাৎ: হযরত আবু হুরাইরা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেনঃ জাহান্নামবাসী দু' প্রকার মানুষ, আমি যাদের (এ পর্যন্ত) দেখিনি। একদল মানুষ, যাদের সঙ্গে গরুর লেজের মতো চাবুক থাকবে, তা দ্বারা তারা লোকজনকে মারবে এবং একদল স্ত্রীলোক যারা কাপড় পরিহিত উলঙ্গ , যারা অন্যদের আকর্ষণকারিনী ও আকৃষ্টা তাদের মাথার চুলের অবস্থা উটের হেলে পড়া কুঁজের মতো। ওরা জান্নাতে যেতে পারবে না, এমনকি তার সুগন্ধিও পাবে না, অথচ এত এত দূর হতে তার সুঘ্রাণ পাওয়া যায়। (মুসলিম শরীফ হাঃ ৫৪৭৫ কেতাবুল লেবাস)

❖ পাতলা ফেনসী কাপড় পরিধান করা অশ্লীলতা/নির্লজ্জতা প্রকাশ ও প্রচার করার সমতূল্য। এই সমস্ত মহিলার জন্য কঠিন শাস্তির কথা বলা হয়েছে, আল্লাহ পাক বলেন -

اِنَّ الَّـذِيْـنَ يُـحِبُّـوْنَ اَنْ تَشِـعَ الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ فِىْ الدُّنْيَاوَالْاٰخِرَةِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

অর্থাৎ: যারা পছন্দ করে যে, ঈমানদারদের মধ্যে অশ্লীলতা/নির্লজ্জতা প্রসার লাভ করুক, তাদের জন্য ইহকাল ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না। (সূরা নূর, আয়াত ১৯)

বি.দ্র.ঃ উপরোক্ত আলোচনায় সূর্যের ন্যায় প্রকাশ পায় যে, মহিলাদের ক্ষেত্রে এমন পোশাক পরিধান করা নাজায়েয ও হারাম যা পরে শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রকাশ পায়। হ্যাঁ যে কোনো পাতলা কাপড়ের নীচে যদি এমন কাপড় পরে থাকে যাতে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রকাশ হয় না তা হলে কোনও সমস্যা নেই।

টাইট পোশাকের বিধান

পোশাক পরিধান করার মূল উদ্দেশ্য হল শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রকাশ না হওয়া। নারীদেরকে সর্ব শরীরই ঢেকে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই জন্যই তাদেরকে বড়ো ওড়না ব্যবহার করতে বলা হয়েছে। সুতরাং মহিলাদের জন্য এমন পোশাক ব্যবহার করা যাতে শরীরের অঙ্গ-প্রতঙ্গ প্রদর্শিত হয় অশ্লিলতা ও নির্লজ্জতার কারণ। মুসলিম মহিলারা কখনও এটা পছন্দ করবে না যে, নিজের অঙ্গ প্রতঙ্গের প্রদর্শন করে বেড়ায়। এই প্রকার মহিলাদের ক্ষেত্রে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম কঠিন শাস্তির সংবাদ দিয়েছেন। তিনি বলেন "যারা কাপড় পরিহিত উলঙ্গ যারা অন্যদের আকর্ষণকারিনী ও নিজে আকৃষ্টা তাদের মাথার চুলের অবস্থা উটের হেলে পড়া কুঁজের মতো। ওরা জান্নাতে যেতে পারবে না, এমনকি তার সুগন্ধিও পাবে না।" (হাদীস নাম্বার ৫৫৭৫, মুসলিম শরীফ)

عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ مَهْرَانَ قَالَ لَابَاسَ بِالْحَرِيْرِوَالدِّيْبَاجِ لِلنِّسَاءِ اِنَّـمَايُكْرَهُ لَهُنَّ مَايَصِفُ اَوْيَشِفُ كَانَ عُمَرُيَنْهَى النِّسَاءَ عَنْ لُبْـسِ الْـقَبَاطِى فَقَالَ اِنَّهُ لَايَشِفُ فَقَالَ اِلَّا يَشِفُ فَاِنَّهُ يَصِفُ

অর্থাৎ: হযরত মইমুন বিন মেহরান হতে বর্ণিত তিনি বলেন যে, মহিলাদের জন্য পাতলা রেশমী কাপড় কোনো ক্ষতির কারণ নয়। কিন্তু অপছন্দ এই জন্য যে, তাতে শরীর বা শরীরের গঠন প্রকাশ পায়।

হযরত ওমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) নারীদেরকে মিশরীয় কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করলেন, তাঁকে বলা হল হুযূর! তাতে তো অঙ্গ-প্রতঙ্গ প্রকাশ পায় না? তার উত্তরে তিনি বললেন যে, "শরীরের অঙ্গ-প্রতঙ্গ প্রকাশ পায় না কিন্তু শরীরের গঠন তো প্রকাশ পাচ্ছে। (ইবনে আবি শায়বা, কেতাবুল লেবাস ৫ম খন্ড, ১৬৪ পৃষ্ঠা)

টাইট পোষাকের ক্ষতিসমূহ

১। টাইট পোশাক সব সময় চামের সাথে ঘর্ষণ করতে থাকে যার ফলে সময়ে চর্ম ফেটে রস বেরিয়ে আসে আর ঘা চুলকানিতে পরিণত হয়। চাম এবং টাইট পোশাকের ঘর্ষণে তাপের উদ্ভব হয় যার কারণে শরীরে ফোড়ার উৎপত্তি হয়।

২। কোমরের আশে পাশের পোশাক যদি টাইট ফিটিং হয় তবে তার প্রভাব পাকস্থলির কর্মসূচীতে পড়ে যার ফলে হজমে গন্ডগোল দেখা দেয় আর এই কারণে পেটে ব্যাথা, বমি বুক জ্বালা হতে পারে।

৩। টাইট ফিটিং পোশাকের কারণে কয়েক ধরণের চর্মরোগও হতে পারে যেমন- এগজিমা এবং ইনফেকশ্যান।

রুকূর পূর্বাপর হাত উত্তোলন করা সঠিক না বেঠিক
সমাধান পেতে অজই কিনুন এবং পড়ুন!
রুকূর আগে ও পরে হাত তোলার বিধান
মুসলিম বুকডিপো, কালিয়াচক, মালদা-৯৭৩৩২৮৮৯০৬

৪। কোমরের পাশে টাইট পোশাক পরিধান করলে (Hernia) হতে পারে। তার কারণ এই যে, পাকস্থলি ডানে বামে, সামনে পেছনে জায়গা না পাওয়ায় তার উপরের অংশটি ডায়াফার্মে ঢুকে পড়ে (ডায়াফার্ম পেট ও বুকের মধ্যে পার্থক্যকারী একটি পর্দার নাম) এইভাবে হার্নিয়া হয়ে থাকে।

৫। কোমর, উরুর জোড়যুক্ত জায়গাগুলিতে এবং পায়ে টাইট ফিটিং পোশাক পরিধান করলে রগসমূহ ফুলে গিয়ে (Varicose Veins) এর অসুখে আক্রান্ত হতে পারে।

৬। টাইট ফিটিং এবং শক্ত কাপড় জাঙ্গীয়া পরিধান করলে পেচ্ছাবের নালীতে ইনফেকশান হতে পারে এবং পুরুষাঙ্গ বিভিন্ন রোগাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই সুতী কাপড়ের নরম জাঙ্গিয়া পরিধান করা উচিৎ।

শাড়ির বিধান

ভারত, বাংলাদেশ এবং শ্রীলঙ্কার নারীর পরিধেয় রূপে ব্যবহৃত সেলাই বিহীন আনুমানিক ৫ মিটার লম্বা ও ১.১ মিটার চওড়া কাপড় বিশেষ যা কোমরে পেঁচিয়ে পরা হয় এবং অপর প্রান্ত এক হাতের নীচ দিয়ে অন্য কাঁধে ঝুলিয়ে রাখা হয়।

শাড়িতে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয় আছে যা নাজায়েয (অবৈধ) হওয়ার কারণ হয়ে দাড়ায়।

১। শাড়িতে সম্পূর্ণ শরীর ঢাকে না।

২। পেঁচিয়ে পরার জন্য শরীরের গঠন প্রদর্শন হয়।

৩। শাড়ির আঁচল মাথায় দিলেও পূর্ণ পর্দা হয় না।

৪। উপস্থিত যুগের শাড়িগুলি বেশি পাতলা হওয়ার কারণে মাথার চুল এবং অঙ্গ প্রতঙ্গ প্রকাশ হয়।

৫। শাড়ি যত ভালো করে পরিধান করলেও হাত উপরে করলে পেট ও পিঠের সাইড প্রদর্শন হয়।

বি.দ্র.ঃ উপরোক্ত কারণগুলির জন্য শাড়ি পরিধান করা নাজায়েয ও হারাম। হ্যাঁ তবে যদি এমন কোন শাড়ি হয় যা উপরোল্লিখিত বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত নয় তবে তা জায়েয হবে।

عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى اَنْ يَّأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ اَوْيَمْشِىْ فِى نَعْلٍ وَاحِدٍ وَاَنْ يَّشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ وَاَنْ يَّحْتَبِىَ فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ

অর্থাৎ: হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম কোন লোকের বাম হাতে খাবার খাওয়া, এক পায়ে জুতো পরিধান করে চলাফেরা করা, একটাই কাপড় সারা শরীরে পেঁচিয়ে রাখা এবং লজ্জাস্থান উন্মুক্ত রেখে এক কাপড় গুটি মেরে উপবিষ্ট হতে বারণ করেছেন। (মুসলিম শরীফ, কেতাবুল লেবাস হাঃ ৫৩৯২)

❖ ইমাম নবাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন-

اِنْ كَانَ يَتَحَقَّقُ مِنْهُ كَشْفُ الْعَوْرَةِ فَهُوَ حَرَامٌ وَاِنْ كَانَ يَحْتَمِلُ فَهُوَمَكْرُوْهٌ

অর্থাৎ: এমন পোশাক পরিধান করা হারাম যাতে সতর (শরীয়তে যে অংশ ঢেকে রাখার নির্দেশ আছে) খুলে যায় এবং এমন পোশাক পরিধান করা মাকরু তাহারিমী যাতে সতর খুলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। (মিরকাত, কেতাবুল লেবাস, ৮ খন্ড ১৩০ পৃষ্ঠা)

রং-বেরং পোশাক পরিধান করা

মহিলাদের জন্য কোনও রং শরীয়তে নিষেধ নেই যে কোনও রঙ্গের পোশাক পরিধান করতে পারে এবং একই সঙ্গে কয়েক রঙ্গের পোশাকও পরিধান করতে পারে, একটাই শর্ত যেন সতর (শরীয়তে শরীরের যে অংশ ঢেকে রাখতে বলা হয়েছে) ঢেকে যায়।

عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى النِّسَاءَ فِىْ اِحْرَامِهِنَّ عَنِ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ وَلْتَلْبَسْ بَعْدَذٰلِكَ مَااَحَبَّتْ مِنْ اَلْوَانِ الثِّيَابِ مُعَصْفَرًااَوْفَزًّااَوْحُلِيًّااَوْسَرَاوِيْلَ اَوْقَمِيْصًااَوْخُفًّا

অর্থাৎ: হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) সূত্রে বর্ণিত। তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম-কে ইহরাম অবস্থায় নারীদের হাত মোজা ও মুখমন্ডলের নিকাব ঝুলাতে এবং "ওয়ারস" ঘাস ও জাফরান মিশ্রিত কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করতে শুনেছেন। তবে ইহরাম অবস্থা ব্যতীত; অন্য সময় যে কোনও রঙ্গের কাপড় পরিধান করতে পারবে যদিও তা রেশমী কারুকার্য (সেলাই করা বা জরীর কাজ করা), খচিত পায়জামা বা জামা কিংবা মোজা হয়। (আবূ দাউদ শরীফ, কেতাবুল মানাসিক হাঃ নাম্বার ১৮২৭)

বি.দ্র.ঃ যদি কোনও জায়গায় কোনও রং বা কোনও পোশাক পুরুষ অথবা কাফের, মুশরেক ও ফাসেক মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট থাকে তবে সেই রং বা সেই পোশাক সাধারণ মুসলিম মহিলাদের জন্য নাজায়েয হবে তাদের সাথে সাদৃশ্যের কারণে। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলেছেন-

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি বিজাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করে সে তাদের দলভুক্ত হবে। (আবূ দাউদ শরীফ, কেতাবুল লেবাস, হাঃ ৩৯৮৯)

কোনও পোশাকে নির্দিষ্ট করে নেওয়া

শরীয়তে মহিলাদের জন্য কোনও নির্দিষ্ট রং বা পোশাক পরিধান করতেই হবে বা হবে না এমন হুকুম নেই কিন্তু কোনও রং বা পোশাককে কোনও নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিজেরাই অনিবার্য করে নিলে তা নাজায়েয হয়ে যায়। যেমন বিবাহের জন্য লাল পোশাক, বেওয়া নারীদের জন্য সাদা কাপড় অনিবার্য মনে করে কোনো নারী তা পরিধান না করলে তাকে ধিক্কার ও বিদ্রুপ করা।

فَكُلُّ مِنْ مُّبَاحٍ يُصِيْرُ بِالْإِلْتِزَامِ مِنْ غَيْرِ لُزُوْمٍ
وَالتَّخْصِيْصِ مِنْ غَيْرِ مُخَصِّصٍ مَكْرُوْهًا

অর্থাৎ: যেটা জরুরী নয় এমন বস্তুকে অনিবার্য মনে করা এবং কোনো অ-নির্দিষ্ট বস্তুকে নির্দিষ্ট মনে করে নেওয়া মাকরুহ তাহরিমী (হারামের নিকটবর্তী)। (রেসালা সাবাহাতুল ফেকার, ৩য় খন্ড, ৪৯০ পৃষ্ঠা)

বি.দ্র.ঃ ইদ্দতের সময় মহিলারা সাদা কাপড়ই পরিধান করবে এমনটা নয়। যে কোন রঙ্গের কাপড় পরিধান করতে পারবে তবে মনে রাখবে যেন জাকজমক ও প্রদর্শনী না হয়। যে কোন রঙ্গের পুরাতন পোশাক পরতে পারে। আমাদের এলাকার নারীদেরকে দেখা যায় ইদ্দত এর সময় সম্পন্ন হয়ে যাওয়া সত্যেও সারা জীবনই সাদা পোশাক পরিধান করে থাকে এটা জেহালতী (অজ্ঞতা) আর যদি এই মনে করে পরে যে সাদা পোশাকই পরতে হয় বা সাদা পোশাক না পরলে গুনা হবে তাহলে এটা নাজায়েয ও গুনাহ। যে সকল এলাকায় এই সব রীতি রেওয়াজ (প্রচলন) আছে সেখানে মহিলাদেরকে সাদা কাপড় ত্যাগ করে যে কোন সাজ-সজ্জা ও গয়নাগাটি পরিধান করে মানুষের ভ্রান্ত মনোভাবের খন্ডন করা উচিৎও নেকির কাজ।

কারুকার্য করা পোশাকের বিধান

বিভিন্ন কারুকার্য করা পোশাক; এতে কাপড়ের সৌন্দর্য আরো বেড়ে যায় আর শরীয়ত মহিলাদেরকে শরীয়তের সীমায় থেকে সাজ-সজ্জার অনুমতি দিয়েছে সুতরাং সীমায় থেকে বিভিন্ন কারুকার্য করা পোশাক পরিধান করতে পারে। যেমন কাচ, পাথর অথবা মোতি বসানো কাপড়, স্বর্ণ ও রৌপ্য এর তার দিয়ে তৈরীকৃত পোশাক ইত্যাদি।

لَابَاسَ بِالْعَلَمِ الْمَنْسُوْجِ بِالذَّهَبِ لِلنِّسَاءِ وَيُكْرَهُ لِلرَّجُلِ
اَنْ يَلْبَسَ الثَّوْبَ الْمَصْبُوْغَ بِالْعَصْفَرِ وَالزَّعْفَرَانِ وَالْوَرْسِ

অর্থাৎ: মহিলাদের জন্য স্বর্ণের তার দিয়ে জরীর কাজ করা পোশাক পরিধান করা জায়েয এবং পুরুষদের জন্য কুসুম, জাফরান ও অরস দিয়ে তৈরী পোশাক পরিধান করা মাকরুহ (নাজায়েয)। (মহিলাদের জন্য জায়েয) (ফাতাওয়া আলামগিরী ৫ম খন্ড, ৪১০ পৃষ্ঠা)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলেছেন ঃ

ইহরাম অবস্থা ব্যতীত মহিলারা অন্য সময় যে কোনও রঙ্গের পোশাক পরিধান করতে পারে যদিও তা রেশমী কারুকার্য (জরীর কাজ করা; কাচ, পাথর বা মোতি বসানো হোক), খচিত পায়জামা বা জামা কিংবা মোজা হয়। (আবূ দাউদ, হাঃ ১৮২৭)

দামি পোশাকের বিধান

আল্লাহপাক যদি কাউকে সামর্থ দেন তবে সে তাঁর নেয়ামত প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে দামি সাজ-সজ্জা ব্যবহার করতে পারে যেমন আল্লাহপাক পবিত্র ক্বোরআনে বলেছেন-

وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّکَ فَحَدِّثْ

অর্থাৎ: এবং স্বীয় পালন কর্তার নেয়ামত চর্চা করো। (সূরা আদ্ব-দ্বোহা, আয়াত ১১)

خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ وَعَلَيْهِ رِدَاءٌ قِيْمَتُهُ اَلْفُ دِرْهَمٍ وَرُبَّمَا قَامَ اِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْهِ رِدَاءٌ قِيْمَتُهُ اَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَدَخَلَ رَجُلٌ مِنْ اَصْحَابِهِ يَوْمًا وَعَلَيْهِ رِدَاءُ فَزٍّ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَام اِنَّ اللّٰهَ تَعَالَىٰ اِذَا اَنْعَمَ عَلَىٰ عَبْدٍ اَحَبَّ اَنْ يَّرَىٰ اَثَرَ نِعْمَتِهِ

অর্থাৎ: নাবী আলাইহিস সালাম একদিন বেরিয়ে আসলেন একটি চাদর পরিধানবস্থায় যার দাম এক হাজার দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা) এবং কখনও কখনও তিনি নামায পড়তেন। এমন একটা চাদর পরে যার দাম চার হাজার দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা)

এবং একদা একজন সাহাবী খায (কাচা রেশমের কিছু সুতা মিলিত) এর চাদর পরে নাবী আলাইহিস সালামের নিকটে আসলেন। নাবী আলাইহিস সালাম (তাঁকে দেখে) বললেন যে, আল্লাহপাক যখন কোনো ব্যক্তিকে নেয়ামত প্রদান করেন তার মাধ্যমে নেয়ামতের প্রভাব প্রদর্শন করতে পছন্দ করেন। (ফাতাওয়া আলামগিরী ৫ম খন্ড, ৪১০ পৃষ্ঠা)

قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ تَزَيَّنُ لِعِبَادَةِ رَبِّکَ وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِنَّ اللّٰهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ

অর্থাৎ: নাবী আলাইহিস সালাম বলেন স্বীয় প্রতিপালকের ইবাদতের জন্য সজ্জিত হয়ে যাও এবং নাবী আলাইহিস সালাম আরও বলেন নিঃসন্দেহে আল্লাহপাক অতিশয় সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন। (ফাতাওয়া বাযযাযীয়া, কেতাবুল ইস্তেহসান ৬য় খন্ড ৩৭৭ পৃষ্ঠা)

বি.দ্র.ঃ তবে মনে রাখবে দামি সাজ-সজ্জা পরিধান করা যেন, অহংকার, নিজের প্রচার প্রসার ও প্রশংসা উদ্দেশ্য না হয়। যদি এই সব উদ্দেশ্য বা মনোভাব থাকে তাহলে উলটো শাস্তি ভোগ করতে হবে। কারণ আল্লাহপাক এই ধরণের ব্যক্তিকে অপছন্দ করেন।

রেশমী পোশাকের বিধান

রেশম এর পোশাক পুরুষদের জন্য জায়েয নয়, কিন্তু মহিলাদের জন্য নিঃসন্দেহে জায়েয।

عَنْ عَلِى بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ يَقُوْلُ اَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَرِيْرًا بِشِمَالِهِ وَذَهَبًا بِيَمِيْنِهِ ثُمَّ رَفَعَ بِهِمَا يَدَيْهِ فَقَالَ اِنَّ هٰذَيْنِ حَرَامٌ عَلٰى ذُكُوْرِ اُمَّتِىْ حِلٌّ لِاُنَاثِهِمْ

অর্থাৎ: হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম তাঁর বাম হাতে কিছু রেশমী বস্ত্র এবং ডান হাতে কিছু সোনা নিলেন এবং সেগুলোসহ তাঁর দু'হাত উপরে তুলে বললেন আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য এ দুটির ব্যবহার হারাম এবং তাদের মহিলাদের জন্য হালাল। (ইবনে মাজা, হাঃ ৩৫৯৫, কেতাবুল লেবাস)

সাদা পোশাকের বিধান

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلْبَسُوْا ثِيَابَ الْبَيَاضِ فَاِنَّهَا اَطْهَرُ وَاَطْيَبُ

অর্থাৎ: হযরত সমুরা ইবনে জুনদুব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন

নাবী আলাইহিস সালাম বলেছেনঃ তোমরা সাদা রংয়ের পোশাক পরিধান করো। কেননা তা অধিক পবিত্র ও উত্তম। (ইবনে মাজা, কেতাবুল লেবাস, হাঃ ৩৫৬৭)

عَنْ اَبِىْ دَرْدَاءٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَحْسَنَ مَازُرْتُمُ اللّٰهَ بِهِ فِى قُبُوْرِكُمْ وَمَسَاجِدِكُمُ الْبِيَاضَ

অর্থাৎ: হযরত আবূ দারদা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের কবর সমূহ ও মসজিদ সমূহে আল্লাহর সাথে সাদা পোশাকে সাক্ষাত করাই তোমাদের জন্য উত্তম। (ইবনে মাজা হাঃ ৩৫৬৮)

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُ ثِيَابِكُمُ الْبِيَاضُ فَالْبَسُوْهَاوَكَفِّنُوْافِيْهَامَوْتَاكُمْ

অর্থাৎ: হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের পোশাকের মধ্যে উত্তম পোশাক হলো সাদা পোশাক। অতএব তোমরা সাদা রংয়ের পোশাক পরিধান করো এবং তা দিয়ে তোমাদের মৃতদের কাফন দাও (বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, ইবনে মাজা, কেতাবুল লেবাস- হাঃ ৩৫৬৬)

হাফ হাতা পোশাকের বিধান

মহিলাদের হাফ হাতা পোশাক পরিধান অবস্থায় পূর্ণ হাত ঢাকে না তাই এটা নাজায়েয। নাবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলেছেন ঃ

كَمْ مِنْ كَاسِيَةٍ فِى الدُّنْيَاعَارِيَةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ الزُّهْرِىُّ وَكَانَتْ هِنْدٌ لَهَااَزْرَارٌفِى كُمَّيْهَابَيْنَ اَصَابِعِهَا

অর্থাৎ: পৃথিবীতে এমন অনেক পোশাক পরিহিতা মহিলাও আছে যারা কেয়ামতের দিন বিবস্ত্র থাকবে। হযরত ইমাম যুহরী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, হিন্দা বিন্তে হারিস জামার আস্তিনদ্বয়ে (জামার হাতদ্বয়ে) বোতাম দিয়ে আঙ্গুলগুলোতে ফাঁসিয়ে রাখতেন যাতে হাতা উপরে উঠে গিয়ে হস্তদ্বয়ের অংশ প্রকাশ না হয়। (বুখারী শরীফ কেতাবুল লেবাস, হাঃ ৫৪২৬)

নাইটি পরার বিধান

নাইটির অর্থ হল রাত্রে পরার বস্ত্র কিন্তু উপস্থিত সময়ে মহিলারা সারাক্ষণই তা ব্যবহার করে থাকে। নাইটি পরার ক্ষেত্রে কয়েক রকম প্রচলন আছে।

১। নাইটি এবং জাঙ্গীয়া পরিধান করা।

২। নাইটি এবং তার নীচে শায়া ব্যবহার করা।

৩। নাইটি এবং তার নীচে পায়জামা পরিধান কর।

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় নিয়মটি জায়েয যদি ফুল হাতা হয়, কারণ তাতে পূর্ণ পর্দা হয় এবং প্রথম নিয়মটি জায়েয নয়; এতে সতর খুলে যাওয়ার অধিকাংশই সম্ভাবনা থাকে এবং শরীরের গঠন প্রকাশ পায়। ফাতাওয়া আলামগিরীতে আছে

لَبْسُ السَّرَاوِيْلِ سُنَّةٌ وَهُوَ اَسْتَرُالثِّيَابِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

অর্থাৎ: পায়জামা পরিধান করা সুন্নত। নারী পুরুষের পরিধেয় বস্ত্রের মধ্যে সতর ঢাকাতে সর্বোত্তম। (ফাতাওয়া আলামগিরী ৫ম খন্ড ৩৩৩ পৃষ্ঠা)

বি.দ্র.ঃ নাইটি যদি এমন বাড়ির মধ্যেই পরিধান করে যেখানে শুধু স্বামীই থাকে তাছাড়া কোন পর পুরুষ প্রবেশ করে না তবে উল্লেখিত তিনটি নিয়মই জায়েয হবে।

وَاَمَّافِى الْبَيْتِ فَتَقْعُدُبِدُوْنِهِ (اَلسِّرْوَالُ) وَهِىَ لَا تَخْلُوْ اِمَّا اَنْ يَّكُوْنَ الْبَيْتُ لَايَدْخُلُهُ غَيْرُزَوْجِهَااَوْهُوَوَغَيْرُهُ فَاِنْ كَانَ الْاَوَّلُ فَذٰلِكَ جَائِزٌلَهَافِى غَيْرِ الصَّلٰوةِ

অর্থাৎ: কোন মহিলা পায়জামা ছাড়া একটাই লম্বা পোশাক পরিধান করে বাড়িতে অবস্থান করে তার জন্য দুইটি অবস্থা বাঞ্ছনীয়।

১. সেই বাড়িতে স্বামী ছাড়া অন্য কোন পর পুরুষ প্রবেশ করে না।

২. সেই বাড়িতে স্বামী ছাড়া অন্য কোন পর পুরুষ প্রবেশ করে ।

যদি প্রথম অবস্থা হয় তাহলে নামায ব্যতীত সেই বাড়িতে পরিধান করতে পারে। (মাদখাল লে ইবনে হাজ)

বি.দ্র.ঃ পায়জামা বা নীচে শায়া ছাড়া শুধুই নাইটি বা অন্য কোনো একটাই লম্বা পোশাক পরে নামায পরা নিষেধ।

জ্যাকেট পরার বিধান

পোশাকের ক্ষেত্রে একটা বিধান মনে রাখতে হবে যে, যে পোশাক পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট তা মহিলাদের জন্য ব্যবহার করা জায়েয নয়। কারণ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম সেই সব মহিলাদের প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করেছেন যারা পোশাক ইত্যাদি ক্ষেত্রে পুরুষদের সাদৃশ্য অবলম্বন করে।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

অর্থাৎ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম ঐ সব পুরুষদের প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করেছেন যারা নারীদের সাদৃশ্য/বেশ ধরে এবং ঐ সব নারীর প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করেছেন যারা পুরুষদের সাদৃশ্য/বেশ ধারণ করে। (বুখারী শরীফ, কেতাবুল লেবাস হাঃ ৫৮৮৩)

বি.দ্র.ঃ জ্যাকেট পুরুষদের জন্য একটি বিশেষ নির্দিষ্ট পোশাক তাই পুরুষদের পোশাকের সাথে সাদৃশ্য হওয়ার কারণে মহিলাদের জ্যাকেট পরিধান করা নাজায়েয।

ওয়াশকোট পরার বিধান

ওয়াশকোট এটাও একটা পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট পোশাক মহিলারা পরিধান করলে এখানেও পুরুষদের সাথে সাদৃশ্য পাওয়া যাচ্ছে তাই মহিলাদের জন্য ওয়াশকোট ব্যবহার করাও জায়েয নয়।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَالْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ

অর্থাৎ: হযরত আবূ হুরাইরা রাদীয়াল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণিত।

তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম অভিসম্পাত করেছেন ঐ সব পুরুষকে যারা নারীর অনুরূপ পোশাক পরিধান করে এবং ঐসব নারীকে যে পুরুষের অনুরূপ পোশাক পরিধান করে। (আবূ দাউদ, কেতাবুল লেবাস- ৪০৯৮ পৃষ্ঠা)

শালওয়ার কামিজ পরার বিধান

পোশাক পরিধান করার মূল উদ্দেশ্য হল সতর (তথা শরীয়তে শরীরের যে অংশ ঢেকে রাখতে বলেছে) ঢেকে রাখা। সুতরাং এই উদ্দেশ্য যে পোশাকে পূর্ণরূপে পাওয়া যাবে সেটাকেই শরীয়ত মতে পছন্দনীয় পোশাক বলা যাবে। শরীর ঢেকে রাখার দিক থেকে অন্যান্য পোশাক অপেক্ষা শালওয়ার কামিজ অনেক ভালো তবে যেন টাইট ফিটিং না হয় ঢিলঢাল হয় যাতে শরীরের গঠন প্রদর্শন না হয়। সুতরাং শালওয়ার কামিজ পরা শুধু জায়েযই নয় বরং মুস্তাহাব।

عَلِىٌّ كُنْتُ قَاعِدًاعِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ عِنْدَ الْبَقِيْعِ فِى يَوْمٍ مَطِيْرٍفَمَرَّتْ اِمْرَأَةٌ عَلىٰ حِمَارٍ وَمَعَهَا مَكَارِىٌّ فَسَقَطَتْ فَاَعْرَضَ عَنْهَابِوَجْهِ فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰه ! اِنَّهَامُتَسَرْوَلَةٌ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِلْمُتَسَرْوِلَاتِ مِنْ اُمَّتِىْ

অর্থাৎ: হযরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদা বৃষ্টির দিনে জান্নাতুল বাক্বী (কবরস্থান) এ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এর সাথে বসে ছিলাম, একটি মহিলা গাধায় চেপে পার হল, তার সাথে গাধা ও খচ্চর ভাড়ায় দেয় এমন লোকও ছিল। মহিলাটি পড়ে যায় নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম তার দিক থেকে নিজের চেহেরা ফিরিয়ে নেন। সঙ্গীগণ বলেন হে আল্লাহর রাসূল সে তো শালওয়ার (পায়জামা) পরে আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বললেন- "হে আল্লাহ আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত শালওয়ার (পায়জামা) পরিহিতা মহিলাদেরকে ক্ষমা করে দাও। (মাজমাউয যাওয়াযিদ, কেতাবুল লেবাস ২য় খন্ড, ৮০৩ পৃষ্ঠা)

লেহাঙ্গা পরার বিধান

লেহাঙ্গা কাফের মুশরেক; বেজাতী মহিলাদের পোশাক আর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বেজাতীদের পোশাক পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং মুসলিম মহিলাদের জন্য লেহাঙ্গা পরিধান করা জায়েয নয়।

اَنَّ عَبْدَاللّٰهِ بْنَ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ اَخْبَرَهُ قَالَ رَأَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

عَلَىَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ فَقَالَ اِنَّ هٰذِهٖ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسُهَا

অর্থাৎ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম আমার পরিধানে হলুদ রংয়ের দুটি বস্ত্র দেখে বললেন, এগুলো কাফেরদের (বেজাতীদের) বস্ত্র। অতএব তুমি এসব পরিধান করবে না। (মুসলিম শরীফ কেতাবুল লেবাস হাঃ ৫৩২৭)

পায়জামা পরার বিধান

প্রথমে জেনে রাখা প্রয়োজন যে পায়জামা কয়েক ধরণের হয়-

(১) উপর থেকে নীচ পর্যন্ত একই ফোল্ড (প্রশস্ত)।

(২) উপর দিকটা চওড়া নীচ দিকটা কিছু সরু যাকে পাটিয়ালা পায়জামা বলে।

(৩) চামের সাথে আঁটোসাটো একদম টাইট ফিটিং।

প্রথম নাম্বারঃ- এই ধরণের পায়জামা পরিধান করা জায়েয হবে। শর্ত হল যদি এই পায়জামাটা চরিত্রহীন বা লম্পট মহিলাদের পরার অভ্যাস না হয়। কিন্তু নীচের অংশটা যেন খুলে না যায় কারণ নীচ চওড়ার কারণে সহযেই উপরে উঠে যায়। বিশেষ করে এটা লক্ষ রাখতে হবে।

দ্বিতীয় নাম্বারঃ- এই ধরণের পায়জামা পরিধান করা শুধু জায়েযই নয় বরঞ্চ মুস্তাহাব (ভালো)। কারণ এতে পর্দা ভালো আছে। এবং নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এই ধরণের পায়জামা পরিহিতা মহিলাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। কিন্তু মনে রাখবে যে কোনও পায়জামা হোক তার উপরে ঢেলা ঢালা কোনও পোশাক কম পক্ষে হাটুর নীচ পর্যন্ত হতে হবে।

তৃতীয় নাম্বারঃ- এই ধরণের পায়জামা পরিধান করা নাজায়েয ও হারাম; যা শরীরের সাথে চিমটে থাকে। কারণ তাতে শরীরের গঠন প্রকাশ পায় যা শরীয়তে নিষেধ যেমন আল্লাহপাক পবিত্র ক্বোরআনে বলেন ঃ

لَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ

অর্থাৎ: মহিলারা যেন নিজের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। (সূরা নূর, আয়াত ৩১)

عَنْ اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلِيِّ الْمُرْتَضٰى كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالىٰ وَجْهَهُ الْكَرِيْمِ قَالَ قَالَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُتَسَرْوِلَاتِ مِنْ اُمَّتِىْ يَآيُّهَاالنَّاسُ!

اِتَّخِذُوْا السَّرَاوِيْلَاتِ فَاِنَّهَا مِنْ اَسْتَرِ ثِيَابِكُمْ وَحَصِّنُوْبِهَانِسَائَكُمْ اِذَاخَرَجْنَ

অর্থাৎ: আমীরুল মুমেনীন হযরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন- নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলেছেন হে! আল্লাহ আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত পায়জামা পরিহিতা মহিলাদের ক্ষমা করে দাও। হে লোকেরা! পায়জামা দ্বারা নিজ মহিলাদের হেফাজত করো বিশেষ করে যখন তারা বাইরে যায়। (মাজমাউয যাওয়ায়িদ ৫ম খন্ড ১২২ পৃষ্ঠা)

মহিলাদের কী রূপ পোশাক পরতে হবে

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَاقَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْجَارِيَةَ

اِذَاحَاضَتْ لَمْ يَصِحْ اَنْ يُّرٰى مِنْهَا اِلَّا وَجْهَهَاوَيَدَيْهَااِلىٰ الْمَفْصَلِ

অর্থাৎ- হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলেছেন, মহিলা যখন সাবালিকা হয়ে যায় তখন তার জন্য চেহেরা এবং কব্জি পর্যন্ত হস্তদ্বয় ছাড়া শরীরের কোন অংশ খুলে রাখা জায়েয (বৈধ) নয়। জামেউল আহাদীস ৪র্থ খন্ড ২২ পৃষ্ঠা হাঃ ১৯৯১)

প্যান্ট পরিধান করার বিধান

কোমর থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত আবৃত করে এমন পায়জামা জাতীয় আঁটোসাটো পোশাক বিশেষ। উক্ত পোশাকটি বেজাতী এবং ফাসেক ব্যক্তিদের পোশাক কিন্তু এখন আম (বিশেষত্বহীন) হয়ে গেছে তাই "ফাতাওয়া ফাইযুর রাসুল" প্রথম খন্ডে পুরুষদের ক্ষেত্রে প্যান্ট ব্যবহার করাকে মাকরুহ বলা হয়েছে। প্যান্ট একতো ইসলামীক পোশাক নয়, দ্বিতীয়তঃ সঠিকভাবে পেচ্ছাবের জন্য বসতে পারে না, তাই পূর্ণরূপে পেচ্ছাব নির্গত হয় না তার জন্য একাধিক লোককে দেখা যায় দাড়িয়ে পেচ্ছাব করে।

এই পোশাকটি মহিলাদের জন্য ব্যবহার করা জায়েয নয়। কারণ এতে পুরুষদের সাথে সাদৃশ্য এবং শরীরের গঠন প্রকাশ পায়। যে মহিলা এই মত পোশাক পরে তার প্রতি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম অভিশাপ বর্ষণ করেছেন।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الرَّجُل يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ

অর্থাৎ: হযরত আবূ হরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম অভিশাপ বর্ষণ করেছেন ঐ সব পুরুষকে যারা নারীর অনুরূপ পোশাক পরিধান করে এবং ঐসব নারীকে যে পুরুষের অনুরূপ পোশাক পরিধান করে। (আবূ দাউদ, কেতাবুল লেবাস, হাঃ ৪০৯৮)

বি.দ্র.ঃ বেশিরভাগ দেখা যায় ঐসব ঘরের মহিলারাই প্যান্ট পরিধান করে যারা শরীয়তের বিধি-বিধান থেকে অনেক দূরে, সম্পদশালী হওয়ার জন্য নিজের মতো জীবন জাপন করে। এর জন্য আমি বলব যে পিতা-মাতাই দোষী, ছোট থেকেই যদি মেয়েকে প্যান্ট পরতে না দেয় তাহলে তার অভ্যাস হবে না আর বড়ো হয়ে সে পরতে পারবে না। কিন্তু কিছু পিতা-মাতা আছে যারা ফ্যাশানে অন্ধ হয়ে সম্পদের প্রভাবে ধর্মকে কোনো কেয়ারই করে না। কিন্তু পাঠক! সে যেই হোক না কেন সর্ব প্রথম মনে রাখতে হবে আমি একজন মুসলমান, সুতরাং আমি যা করছি, যা পরছি এই সম্পর্কে ইসলাম কী বলে সর্বপ্রথমেই ফলো করা প্রয়োজন। আর প্যান্ট কোন পরহেজগার নেককার পরিবারের মহিলারা পরিধান করে না এবং পছন্দও করে না কারণ ইসলামিক পোশাক নয়। যাদের মধ্যে আল্লাহর রাসূলের ভয় কম এবং নির্লজ্জতা বাসা বেঁধেছে সেই সমস্ত পরিবারের মহিলারাই প্যান্ট, সার্ট, জামা, ওয়াশকোট, জ্যাকেট ইত্যাদি পুরুষের ন্যায় পোশাক পরে থাকে।

নীচের দিকে কত পরিমাণ ঝুলিয়ে রাখবে

عَنْ اِبْنِ عُمَرَقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِاللّٰهُ اِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَتْ اُمُّ سَلْمَةَ فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُوْلِهِنَّ قَالَ يُرْخِيْنَ شِبْرًافَقَالَتْ اِذًاتَنْكَشِفَ اَقْدَامُهُنَّ قَالَ فَيُرْخِيْنَهُ ذِرَاعًالَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ

অর্থাৎ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত।

তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলেছেনঃ অহংকার করে বশীভূত হয়ে যে লোক তার পরনের কাপড় গোড়ালীর নীচু পর্যন্ত ঝুলিয়ে পরে আল্লাহ তা'আলা কেয়ামত দিবসে তার দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না। হযরত উম্মে সালমা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, মহিলারা তাদের কাপড়ের প্রান্ত কীভাবে রাখবে? তিনি বললেন, তারা (গোড়ালি হতে) এক বিঘত পরিমাণ ঝুলিয়ে রাখবে। হযরত উম্মে সালমা বললেন এতে তো পা খুলে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তিনি বললেনঃ তবে তার এক হাত পরিমাণ নীচ পর্যন্ত ঝুলিয়ে রাখবে কিন্তু এর বেশি করবে না। (তিরমিযী শরীফ, কেতাবুল লেবাস, হাঃ ১৭৩১)

বি.দ্র.ঃ উক্ত হুকুমটা ইস্তেহবাবী (বেশি সচেতনতার জন্য) তবে এমনভাবে ঝুলিয়ে পোশাক পরবে যাতে পায়ের কোনো অংশ খুলে না যায়। কিন্তু এখন আজব সিস্টেম হয়েছে, পুরুষদেরকে পায়ের গোড়ালির উপর থেকে পোশাক পরতে বলা হচ্ছে অথচ তারা নীচে ঝুলিয়ে পরছে আর মহিলাদের ঝুলিয়ে পরতে বলা হয়েছে অথচ তারা গোড়ালির উপর থেকে পরছে। আল্লাহপাক বুঝার এবং শরীয়তের উপর আমল করার তৌফিক দেন, আমীন।

প্যাড ব্যবহার করার বিধান

মহিলাদের বিশেষ করে ঋতুর সময় প্যাড বা কাপড় ব্যবহার করা মুস্তাহাব (ভালো)।

وَاَمَّا الْكُرْسُفُ فَسُنَّةٌ اَىْ اِسْتَحَبَّ وَضْعُهُ لِلْبِكْرِ عِنْدَالْحَيْضِ فَقَطْ وَلِلثَّيِّبِ مُطْلَقًا لِاَنَّهَالَاتَأْمَنُ عَنْ خُرُوْجِ شَىْءٍ مِّنْهَافَتَحْتَاط فِىْ ذٰلِكَ خُصُوْصًافِىْ حَالَةِ الصَّلٰوةِ

অর্থাৎ: কিন্তু কাপড় বা প্যাড ব্যবহার করা সুন্নত। কুমারী মহিলাদের জন্য শুধু ঋতুর (পিরিয়ডের) সময় কাপড় বা প্যাড ব্যবহার করা মুস্তাহাব (ভালো)। কিন্তু সাইয়েবা (সধবা) মহিলাদের জন্য সব সময়ের জন্য মুস্তাহাব (ভালো) বিশেষ করে নামাযাবস্থায় আরও ভালো; এই জন্য যে, সেই কাপড় বা প্যাড গোপন অঙ্গ থেকে কোনো বস্তু বেরিয়ে আসা থেকে সংরক্ষিত রাখে। (রেসালা ইবনে আবেদীন, আর-রেসালাতুর রাবেআ'তু ১ম খন্ড, ৮৪ পৃষ্ঠা)।

ওড়না পরার বিধান

আল্লাহপাক বলেন ঃ

يٰٓاَيُّهَاالنَّبِىُّ قُلْ لِاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ذٰلِكَ اَدْنٰىٓ اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَايُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًارَحِيْمًا

অর্থাৎ: হে নাবী! আপনি আপনার স্ত্রীগণকে ও কন্যাগণকে এবং মুমিনদের নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদর (ওড়না) এর কিছু অংশ নিজের উপর টেনে নেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। (সূরা আহযাব, আয়াত ৫৯, পারা ২২)

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُوْرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ

অর্থাৎ: তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষদেশে ফেলে রাখে। (সূরা নূর, আয়াত ৩১)

عَنْ اُمِّ سَلْمَةَ قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ ((يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ))(الاحزاب ٥٩)

خَرَجَ نِسَاءُ الْاَنْصَارِ كَاَنَّ عَلٰى رُؤُسِهِنَّ الْغِرْبَانَ مِنَ الْاَكْسِيَةِ

অর্থাৎ: হযরত উম্মে সালমা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হলো ঃ "হে নাবী আপনার স্ত্রী ও কন্যাদেরকে এবং অন্যান্য মুমিন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন নিজেদের চাদরের কিছু অংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়" (সূরা আহযাব, আয়াত ৫৯) তখন থেকে আনসার মহিলারা তাদের মাথায় এমন চাদর জড়িয়ে বের হতেন (চাদর কালো বর্নের হওয়ায়) মনে হতো তাতে যেন কাক বসে আছে। (আবূ দাউদ শরীফ, কেতাবুল লেবাস, হাঃ ৪১০১)

বি.দ্র.ঃ ওড়না এক প্যাঁচে পরবে একাধিক প্যাঁচ দেওয়া জায়েয নয়। বিস্তারিত আলোচনাটি নীচে পড়ুন।

স্টোল ওড়না ব্যবহারের বিধান

স্টোল ওড়না মহিলারা এটাকে মাথা এবং থুতনি দিয়ে পেঁচিয়ে ব্যবহার করে থাকে। সুতরাং এই ওড়না বা যে কোনও ওড়না প্যাঁচ দিয়ে ব্যবহার করা জায়েয নয়।

عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَاوَهِىَ تَخْتَمِر ُفَقَالَ لَيَّةً لَا لَيَّتَيْنِ قَالَ اَبُوْدَاوُدَ مَعْنٰى قَوْلِهِ :لَيَّةً لَا لَيَّتَيْنِ : يَقُوْلُ لَاتَعْتَمُّ مِثْلَ الرَّجُلِ لَا تُكَرِّرُهُ طَاقًااَوْطَاقَيْنِ

অর্থাৎ: হযরত উম্মে সালমা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। একদা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম তাঁর নিকট এলেন, এ সময় তিনি ঘোমটা দেয়া অবস্থায় ছিলেন। তিনি বললেন, এক ভাঁজে ঘোমটা দাও, দু ভাঁজে নয়। হযরত ইমাম আবূ দাউদ (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন তার এ কথার অর্থ হলো, তোমরা পুরুষদের পাগড়ির মতো একাধিক ভাঁজ করবে না। (আবূ দাউদ শরীফ, কেতাবুল লেবাস, হাঃ ৪১১৫)

❖ আ'লা হযরত ইমাম আহমাদ রেজা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আরব দেশের মহিলারা যে ওড়না ব্যবহার করতো হেফাযতের জন্য মাথায় প্যাঁচ দিয়ে নিত। এই জন্য নাবী আলাইহিস সালাম বললেন যে এক প্যাঁচে ব্যবহার করো দুই প্যাঁচে না হয়। পাগড়ির সাথে সাদৃশ্য যাতে না হয়, কারণ মহিলাকে পুরুষের সাথে এবং পুরুষকে মহিলার সাথে সাদৃশ্য প্রকাশ করা হারাম। (জামেউল আহাদীস, ৪র্থ খন্ড, ২৩ পৃষ্ঠা)

স্কার্ফ (হাফ বোরকা)

স্কার্ফ মহিলারা ওড়নার জায়গায় ব্যবহার করে তবে এটা যদি মাথা থেকে কোমর বা বক্ষদেশ ঢেকে ঢিলেঢালা হয়ে থাকে তবে শরীয়ত মোতাবেক জায়েয। আর যদি শুধু মাথা থেকে কাঁধ পর্যন্ত বা বক্ষদেশের নীচ পর্যন্তও হয় কিন্তু টাইট যাতে শরীরের গঠন প্রকাশ পায় তবে তা জায়েয হবে না। আল্লাহপাক পবিত্র ক্বোরআনে বলেছেন-

فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِىْ فِىْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا

অর্থাৎ: উক্ত আয়াতে পরপুরুষের সাথে কোমল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথাবার্তা বলতে নিষেধ করা হয়েছে অনুরূপ শরীরে চুস বা টাইট ফিটিং পোশাক পরে নিজের আকর্ষণ প্রকাশ করাও নিষেধ রয়েছে। তাই যে সব স্কার্ফ টাইট ফিটিং যাতে শরীরের গঠন প্রকাশ পায় তা ব্যবহার করা নিষেধ।

আল্লাহপাক আরও বলেন - لَايُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ

অর্থাৎ: মহিলারা যেন নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। (সূরা নূর, আয়াত ৩১)

বোরকা পরিধান করার বিধান

বোরকা বড়ো চাদর অথবা বড়ো ওড়না পরিধান করার একটাই উদ্দেশ্য পর পুরুষের নজর থেকে সুরক্ষিত থাকা। তার জন্যই মহিলাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে তারা যেন মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঢেকে রাখে সুতরাং এই উদ্দেশ্য যে পোশাকে পূর্ণরূপে পাওয়া যাবে সেটাই হবে শরীয়ত সম্মত পোশাক। বোরকা যদি ঢিলাঢালা হয় এবং গলা থেকে পায়ের নীচ পর্যন্ত ঝুলে থাকে তো এটাই ইসলামিক দৃষ্টিতে মহিলাদের জন্য সর্বোত্তম পোশাক।

وَالْمَرْأَةُ تَسْتُرُهَامِنَ الرَّأْسِ اِلىٰ الْقَدَمِ

অর্থাৎ: মহিলাদের জন্য মাথা থেকে পা পর্যন্ত সতর (ঢেকে রাখা ফরয)। (তাকমেলাতু উমদাতির রেয়ায়া ৪ খন্ড ৪৮)

বি.দ্র.ঃ যে বোরকায় উপরোক্ত উদ্দেশ্য পাওয়া যায় না, যেমন জাঁকজমক, কাচ পাথর বা এতো বেশি মোতি বসানো যাতে কোন পুরুষের নজর পড়লেই আকৃষ্ট হবে।

বেশি কারুকার্য (ফুল ফাল) করা চমকদার যা ৮০ বছরের বুড়িকেও ১৬ বছরের কুমারী বানিয়ে দেয়। টাইট ফিটিং যাতে শরীরের গঠন প্রকাশ পায় এই সমস্ত বোরকা বা ওড়না মহিলাদের জন্য পরিধান করে বাইরে যাওয়া নাজায়েয ও হারাম। তবে এই ধরণের পোশাকও বন্ধ বাড়িতে; এমন বাড়িতে যেখানে স্বামী ছাড়া অন্য কোন পর পুরুষ প্রবেশ করে না সেই বাড়িতে নিজ স্বামীকে আকৃষ্ট বা খুশি করার জন্য ব্যবহার করতে পারে।

ثُمَّ اعلم ان عندى مما يلحق بالزينة المنهى عن ابدائهامايلبسه اكثرمترفات النساء فى زماننافوق ثيابهن، ويتسترون به اذا

خرجن من بيوتهن ، وغطاء منسوج من حرير ذى عدة الوان، وفيه من النقوش الذهبية او الفضية مايبهرالعيون، وارى ان تمكين ازواجهن ونحوهم لهن من الخروج بذالك ومشيهن بين الاجانب من قلة الغيرة

অর্থাৎ: যে সমস্ত সাজ-সজ্জা মহিলাদের পরিধান করতে নিষেধ করা হয়েছে রং-বেরঙ্গের রেশমী বোরকাও তার অন্তর্ভুক্ত যাতে স্বর্ণ ও রৌপ্য দিয়ে কারুকার্য করা থাকে, অতি উজ্জ্বল ও চমৎকার হয় যা পরিধান করে মহিলারা যখন বাইরে বের হয়; তা দেখে চক্ষুসমূহ ধাঁধায় পড়ে যায়। এই অবস্থায় মহিলাদেরকে বাইরে বের হয়ে পর পুরুষদের সংমিশ্রণে চলা-ফেরা করতে দেয়া স্বামী এবং তার নিকটাত্মীয়দের জন্য লজ্জাহীনতার প্রকাশ। (রুহুল মা'য়ানী, সূরা নূর ১৮ খন্ড, ১৪৬ পৃষ্ঠা)

মহিলাদের পোশাক কী রূপ হওয়া দরকার তা নিম্ন লিখিত হাদীস থেকে প্রকাশ হয়।

হযরত উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন-

خَرَجَ نِسَاءُ الْاَنْصَارِ كَاَنَّ عَلَى رُؤُسِهِنَّ الْغِرْبَانَ مِنَ الْاَكْسِيَةِ

অর্থাৎ: আনসার মহিলারা নিজের মাথায় এমন চাদর জড়িয়ে বের হতেন, (চারদ কালো বর্ণের হওয়ায়) মনে হতো তাতে যেন কাক বসে আছে। (আবূ দাউদ, কেতাবুল লেবাস ৪১০১ হাদীস)

মোজা পরার বিধান

বাইরে যাওয়ার জন্য হাত এবং পা মোজা ব্যবহার করা জরুরী নয়। কিন্তু কোনও মহিলা যদি অধিক পর্দার উদ্দেশ্যে হাত বা পা মোজা ব্যবহার করে তো উত্তম। তবে শর্ত হলো যে সে যেন এটা মনে না করে যে আমি পৃথক সম্মানের অধিকারিনী অথব সৌন্দর্য বা অহংকার উদ্দেশ্য না হয়।

وَلِلْحُرَّةِ جَمِيْع بَدنِهَاحتى شعرها النازل فى الاصح خلاالوجه والكفين والقدمين

অর্থাৎ: মহিলাদের জন্য সর্ব শরীর ঢেকে রাখা জরুরী। বিশুদ্ধ মতে যে চুলগুলি মাথা থেকে ঝুলে থাকে তারও পর্দা করা জরুরী। শুধুমাত্র চেহেরা, কব্জি পর্যন্ত হস্তদ্বয় এবং উভয় পায়ের পাতা ব্যতিক্রম। (দুররুল মুখতার, কেতাবুস সালাত, মাতলাবু সাতরিল আউরাত, ২য় খন্ড, ২১২ পৃষ্ঠা)

বি.দ্র.ঃ উপস্থিত যুগে চেহেরারও পর্দা করা জরুরী কারণ চেহেরাই হচ্ছে ফেতনার মূল উৎস।

ব্লাউজ বা ব্লেজার ব্যবহার

ব্লাউজ বা ব্লেজার যদি বোরকানুরূপ কোনো পোশাকের ভিতরে ব্যবহার করে। স্তনের হেফাজত বা স্বামীর পছন্দানুসারে, তবে তা ব্যবহার করা জায়েয (বৈধ)। কিন্তু ব্লাউজ বা ব্লেজার ব্যবহার করার উদ্দেশ্য সৌন্দর্য প্রকাশ করা বা পর পুরুষকে আকৃষ্ট করা হয় তবে জায়েয হবে না। কিছু ব্লেজারের গঠন এমন আছে যা ব্যবহার করলে সাধারণত স্তন আরো ফুলে ওঠে এই ধরণের ব্লেজার জায়েয নয়। কারণ স্তন ও সৌন্দর্যময় জায়গার অন্তর্ভুক্ত যার সৌন্দর্য স্বামী ছাড়া কোনও পুরুষের জন্য প্রকাশ করা বৈধ নয়। আল্লাহপাক পবিত্র কোরআনে বলেন-

لَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ

অর্থাৎ: মহিলারা যেন নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। (সূরা নূর, আয়াত ৩১)

❖ আমার তাহকীক অনুসারে অনেক বই পুঁথি খুঁজা-খুঁজির পরে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এর স্ত্রীগণ ও সেই যুগের মহিলাদের মধ্যে ব্লেজারের প্রচলন ছিলো না। তবে বই পুঁথি পাঠ করে যা পেলাম; ব্লেজার ব্যবহার করলে মহিলাদের জন্য কিছু ক্ষতি আছে। যেমন-

১. বাইরের অক্সিজেন না পাওয়ার কারণে স্তনের দুগ্ধ শুকিয়ে যায়।

২. সারাদিন মহিলাদের সাংসারিক কাজের জন্য ঝুকাঝুকি করতে হয় যার ফলে ব্লেজারের সাথে স্তনের ঘর্ষণ হয় যা স্তনে এলার্জির কারণ হয়ে দাড়ায়।

৩. উক্ত ঘর্ষণের কারণে ভাইরাস এবং ব্যাক্টেরিয়ার উদ্ভব হয় যার জন্য এগজিমা, চুলকানি, ফোঁড়া-ফুন্সি, জ্বলন এবং ত্বকীয় রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

❖ ব্লেজারে স্তন চেপে থাকার কারণে তার প্রভাব গোটা শরীরে পৌঁছায় তার জন্য মহিলারা নিম্নলিখিত অসুখে আক্রান্ত হয়ে থাকে।

১. ছোট ছোট অপ্রয়োজনীয় বিষয় ব্রেনে অনুভব করে।

২. উগ্র বা খিটখিটে স্বভাব হয়ে যায়।

৩. কোমর এবং কাঁধের ব্যাথায় আক্রান্ত হয়ে যায়।

৪. মাথা ভারি হয়ে থাকে।

৫. হৃদয় সংকীর্ণ হয়ে যাওয়া এবং কোনও কাজে মন না লাগা।

❖ ডাক্তার খালেদা উসমানী (ক্যান্সার স্পেশালিস্ট) লাহোর, পাকিস্থান। তিনি বলেছেন যে, আমার নিকটে স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত অধিকাংশ মহিলাই এমন যাদের ব্লেজার ব্যবহার করার জন্যই ক্যান্সার আক্রান্ত হয়েছে।

❖ এটা সাধারণভাবেই বোঝা যাচ্ছে যেমন একটা উদাহরণ দিই- মানুষের যে কোনও একটা অংশকে যদি এমন জায়গায় ৬/৭ ঘন্টার জন্য রাখা হয় যার মধ্যে কোনো অক্সিজেন প্রবেশ না করে তার অবস্থা কী হবে সকলের নিকট পরিষ্কার। আর স্তন তো অনেক কোমল অঙ্গ।

বি.দ্র.ঃ যদি কোনও মহিলার ব্লেজার ব্যবহার করার অভ্যাস থাকে বা প্রয়োজন হয় তবে সুতি কাপড় দিয়ে তৈরী করা নরম ব্লেজার ব্যবহার করলে আশা করি ব্যাঘাত ঘটবে না। (সুন্নাতে নাবাবী আউর জাদীদ সাইন্স ১ম খন্ড, ৩২০ পৃষ্ঠা)

কলার লাগানো পোশাক

কলার লাগানো পোশাক মহিলাদের জন্য পরা নিষেধ। এতে পুরুষদের পোশাকের সাথে সাদৃশ্য পাওয়া যাচ্ছে। যেমন হাদীসে আছে -

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عِنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اربعةٌ لُعِنُوْافِى الدُّنْيَاوَالْاٰخِرَةِ وَاَمَّنَتِ الْمَلٰئِكَةُ ،رَجُلٌ جَعَلَهُ اللّٰهُ ذَكَرًا فَاَنَّثَ نَفْسَهُ وَتَشَبَّهَ بِالنِّسَاءِ وَامْرَأَةٌ جَعَلَهَااللّٰهُ اُنْثٰى فَتَذَكَّرَتْ وَتَشَبَّهَتْ بِالرِّجَالِ الخ..

অর্থাৎ: হযরত আবূ উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলেছেনঃ চার প্রকার লোকেদের প্রতি ইহকাল এবং পরকালে অভিশাপ বর্ষণ করা হয় এবং ফেরেস্তাগণ আমীন বলেন।

১. ঐ লোক যাকে আল্লাহপাক পুরুষ বানিয়েছেন কিন্তু সে নিজেকে মহিলারূপে প্রকাশ করে এবং মহিলাদের সাদৃশ্য অবলম্বন করে।

২. ঐ মহিলা যাকে আল্লাহপাক মহিলা বানিয়েছেন কিন্তু সে নিজেকে পুরুষরূপে প্রকাশ করে এবং পুরুষদের সাদৃশ্য অবলম্বন করে। (আত-তারগীব অত-তারহীব ৩য় খন্ড ৭৬ পৃষ্ঠা)

কোমরের নীচে কুচি করা পায়জামা

এই পায়জামাটা কোমর থেকে পায়ের গোড়ালির উপর পর্যন্ত সরু হয়ে থাকে এবং কোমরের একটু নীচে কুচি করে ফোল্ড(প্রশস্ত) করা থাকে যার উদ্দেশ্য হলো পাছাটা ফোলা বা উঁচু প্রকাশ করে নিজেকে স্মার্ট দেখানো।

এই ধরণের পায়জামা ব্যবহার করা নাজায়েয ও হারাম। এতে মহা নির্লজ্জতা প্রকাশ পায়; একজন পিতা/ভাই হয়ে নিজের মেয়ে/বোনকে এই ধরণের চরিত্রহীন মহিলাদের মাফিক পোশাকে কীরূপ দেখে? আমাকে বড়ো অবাক লাগে।

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ فِى الدُّنْيَاوَالْاٰخِرَةِ

অর্থাৎ: যারা পছন্দ করে যে ঈমানদারদের মধ্যে অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতা প্রসার লাভ করুক, তাদের জন্য ইহকাল ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। (সূরা নূর, আয়াত ১৯)

খ্যাতি লাভের মানসে পোশাক পরা

عَنْ ابنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْ لُ اللّٰهِ ﷺ
مَنْ ثَوْبَ شُهْرَةٍ اَلْبَسَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ

অর্থাৎ: হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত।

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি খ্যাতি লাভের মানসে পোশাক পরে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে অপমানের পোশাক পরাবেন। (ইবনে মাজা, কেতাবুল লেবাস, ৩৬০৬ হাদীস)

আতর ব্যবহার করার বিধান

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طِيْبُ الرِّجَالِ مَاظَهَرَ
رِيْحُهُ وَخَفِىَ لَوْنُهُ وَطِيْبُ النِّسَاءِ مَاظَهَرَلَوْنُهُ وَخَفِىَ رِيْحُهُ

অর্থাৎ-হযরত আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলেছেনঃ পুরুষদের সুগন্ধি হলো যার সুগন্দি স্পষ্ট রং চাপা, আর নারীদের সুগন্ধি হলো যার রং স্পষ্ট, কিন্তু গন্ধ চাপা। (নাসঈ শরীফ, সাজ-সজ্জা অধ্যায়, হাঃ ৫১১৬)

عَنِ الْاَشْعَرِىْ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّمَااِمْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ
فَمَرَّتْ عَلٰى قَوْمٍ لِيَجِدُوْامِنْ رِيْحِهَافَهِىَ زَانِيَةٌ

অর্থাৎ: হযরত আবূ মূসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলেছেনঃ যে মহিলা সুগন্ধি লাগিয়ে এই উদ্দেশ্যে লোকের মধ্যে গমন করে যে, তারা তার সুগন্ধির ঘ্রাণ পাবে, সে ব্যাভিচারিনী। (নাসঈ শরীফ, সাজ-সজ্জা অধ্যায়, হাঃ ৫১২৬)

বি.দ্র.ঃ মহিলাদের সুগন্ধিময় আতর এবং মেক-আপ বা রূপসজ্জা ব্যবহার করে বাইরে যাওয়া নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামার হুকুমের পরিপন্থি (নিষেধ)। তবে যদি কোনো মহিলা বাড়িতেই শুধু স্বামীর সামনে সুগন্ধিময় আতর লাগায় তাহলে তার জন্য জায়েয হবে। হযরত মুল্লা আলী ক্বারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন- اَمَّااِذَاكَانَتْ عِنْدَزَوْجِهَافَلْتَتَطَيَّبْ بِمَاشَأَتْ

অথাৎ: কিন্তু মহিলা যদি শুধু নিজের স্বামীর কাছেই অবস্থান করে তবে যে কোনও আতর ব্যবহার করতে পারবে। (মিরক্বাত, কেতাবুল লেবাস, বাবুত তারাজ্জুল, ৮ম খন্ড ২২৫ পৃষ্ঠা)

সুগন্ধিময় বস্তু ব্যবহার করার বিধান

সুগন্ধিময় পাউডার, সাবান ও ক্রিম ইত্যাদি যার সুগন্ধি দীর্ঘক্ষণ ধরে থাকে এই সব দ্রব্য ব্যবহার করে মহিলাদের বাইরে বেরোনো নাজায়েয। বাড়িতে অবস্থানকালে যদি সেই বাড়িতে কোনও গায়ের মাহরাম (যাদের সাথে বিবাহ জায়েয) এমন ব্যক্তি না থাকে তবে সেই বাড়িতে সুগন্ধিময় দ্রব্য ব্যবহার করতে পারবে।

وَلَايَجُوْزُلَهُنَّ الطِّيْبُ بِمَالَهُ رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ عِنْدَالْخُرُوْجِ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ وَيَجُوْزُاِذَالَمْ يَخْرُجْنَ

অর্থাৎ: মহিলাদের জন্য সুগন্ধিময় আতর ব্যবহার করে বাড়ি থেকে বাইরে রেরোনো জায়েয নয়। আর যদি বাড়িতে অবস্থানকালে ব্যবহার করে তা জায়েয আছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ, কেতাবুল লেবাস, ৮ম খন্ড ১৬০ পৃষ্ঠা)।

চুলের সাজ-সজ্জা

পরচুলা ব্যবহার করার বিধান

عَنْ سَعِيْدِبْنِ جُبَيْرٍقَالَ لَابَاسَ بِالْقَرَامِلِ قَالَ اَبُوْدَاوُدَ كَاَنَّهُ يَذْهَبُ اِلٰى اَنَّ الْمَنْهَىَ عَنْهُ شُعُوْرُ النِّسَاءِ قَالَ اَبُوْدَاوُدَ كَانَ اَحْمَدُيَقُوْلُ الْقَرَامِلُ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ

অর্থাৎ: হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নারীদের জন্য রেশমী ও পশমী সূতার পরচুলা ব্যবহারে দোষ নেই। ইমাম আবূ দাউদ (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, মনে হয় তার মতে নারীদের চুল দ্বারা তৈরী পরচুলা ব্যবহার নিষিদ্ধ। ইমাম আবূ দাউদ আরো বলেন, ইমাম (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর মত হলো, রেশমী ও পশমী সূতার পরচুলা ব্যবহারে অসুবিধা নেই। (আবূ দাউদ শরীফ, কেতাবুত তারাজ্জুল, হাঃ নাঃ ৪১৭১)

عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ اَوْقَالَالنَّبِىُّ ﷺ اَلْوَاشِمَةُ وَالْمُوْتَشِمَةُ وَالْوَاصِلَةُ وَالْمُسْتَوْصِلَةُ يَعْنِى لَعَنَ النَّبِىُّ ﷺ

অর্থাৎ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত।

তিনি বলেন, আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম থেকে শুনেছি অথবা বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলেছেনঃ উল্কি অঙ্কণকারী এবং তার পেশাধারী নারী এবং পরচুলা ব্যবহাকারী পরচুলা লাগানোর পেশাধারী নারীকে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম অভিশাপ বর্ষণ করেছেন। (বুখারী শরীফ, কেতাবুল লেবাস, হাঃ ৫৯৪২, মিশকাত, হাঃ ৪৪৩০)

عَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ عَنِ الْهَيْثَمِ عَنْ اُمِّ ثَوْرٍ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ قَالَ لَابَاسَ اَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ شَعْرَهَابِالصُّوْفِ اِنَّمَانَهٰى بِالشَّعْرِ وَفِىْ رِوَايَةٍ لَابَاسَ بِالْوَصْلِ اِذَالَمْ يَكُنْ شَعْرٌبِالرَّأْسِ

অর্থাৎ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এতে কোনো দোষ নেই যে, মহিলা নিজের চুলের সাথে পশমী সুতা যোগ দিবে। চুলের সাথে চুল যোগ দেওয়া নিষেধ রয়েছে। অপর একটি রেওয়াতে আছে যদি কোনও মহিলার মাথায় চুল না থাকে তবে সে চুল যোগ দিলে কোনও দোষ নেই। (মুসনাদে ইমাম আ'যম, কেতাবুল লেবাস, বাবুয মিনাতে, ২০৫ পৃষ্ঠা)

❖ যে নারী নিজের চুলের সাথে অন্য চুল যোগ করে, যে নারী নিজের চুল অন্য মহিলাকে দেয় পরচুলা বা মাথায় লাগাবার জন্য অথবা যে মহিলা এই পেশাধারী এবং যে মহিলা উল্কি অঙ্কণ করে এবং যে করায় (এটাকে আমাদের এলাকায় গোদানী বলে)। এই সমস্ত কর্ম হারাম এবং যে মহিলারা এই সমস্ত কাজ করে তাদের প্রতি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম অভিশাপ বর্ষণ করেছেন।

বি.দ্র.ঃ পরচুলা যদি চুলের না হয় সুতা বা ধাগার হয় তবে তা ব্যবহার করার অনুমতি আছে।

চুল কালো করার বিধান

পুরুষ ও মহিলা উভয়ের ক্ষেত্রে চুল কালো করা হারাম ও গুনাহ, কালো মেহেন্দি বা যে কোনও তেল অথবা অন্য কোনও কেমিক্যাল দ্বারা পাকা চুলকে কালো করাই হারাম।

عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِاللّٰهِ قَالَ اُتِىَ بِاَبِىْ قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًافَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ غَيِّرُوْاهٰذَابِشَىْءٍ وَاجْتَنِبُوْاالسَّوَادَ

অর্থাৎ: হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কাহ বিজয়ের দিবসে হযরত আবূ কোহাফা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে নিয়ে আসা হলো; তার চুল-দাড়ি ছিল সাগামার ন্যায় শুভ্র। সে সময় নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বললেন, একে একটা কিছু দিয়ে পাল্টে দাও; তবে কালো রং থেকে বিরত থাকবে। (মুসলিম শরীফ, হাঃ ৫৪০২, কেতাবুল লেবাস)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَكُوْنُ قَوْمٌ يَخْضِبُوْنَ فِىْ اٰخِرِ الزَّمَانِ بِالسَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ لَايَرِيْحُوْنَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ

অর্থাৎ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলেছেনঃ শেষ যুগে এমন সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হবে, যারা পায়রার গলায় থলের ন্যায় কালো রঙের খেযাব লাগাবে। তারা জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না। (আবু দাউদ শরীফ, হাঃ ৪২১২, কেতাবুত- তারাজ্জুল, নাসঈ শরীফ, হাঃ ৫০৭৪, মিশকাত শরীফ, হাঃ ৪৪২৩)

❖ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলেন,

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُاِلٰى مَنْ يَّخْضِبَ بِالسَّوَادِيَوْمَ الْقِيَامَةِ

অর্থাৎ: যে ব্যক্তি কালো খেযাব ব্যবহার করবে আল্লাহ পাক কেয়ামত দিবসে তার দিকে দয়ার দৃষ্টি করবেন না। (কানযুল উম্মাল, ৬ খন্ড, ৬৭১ পৃষ্ঠা)

❖ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলেন,

مَنْ خَضَبَ بِالسَّوَادِسَوَّدَاللّٰهُ وَجْهَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অর্থাৎ: যে ব্যক্তি কালো খেযাব ব্যবহার করবে আল্লাহ পাক কেয়ামত দিবসে তার চেহেরা কালো করে দিবেন। (কানযুল উম্মাল, ৬ খন্ড, ৬৭১ পৃষ্ঠা)

❖ আ'লা হযরত ইমাম আহমাদ রেযা বারেলবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন-

شک نہیں کہ احادیث وروایات میں مطلق سیاہ رنگ سے ممانعت فرمائی
تو جو چیز بالوں کو سیاہ کرے خواہ برانیل یا مہندی کامیل یا کوئی تیل غرض
کچھ ہو سب ناجائز وحرام اوران وعیدوں میں داخل ہے

অর্থাৎ: এতে কোনও সন্দেহ নেই যে, হাদীসে সাধারণতঃ কালো রঙের নিষেধাজ্ঞা এসেছে, তাই যে দ্রব্য চুলকে কালো করে, সে শুধু নীল হতে পারে অথবা মেহেন্দির মিশ্রণ অথবা কোনও প্রকার তৈল সব কিছুই নাজায়েয ও হারাম এবং হাদীসে বর্ণিত শাস্তির অন্তর্ভুক্ত। (ফাতওয়া রেযবীয়া ৯ খন্ড, পুরাতন ৩২ পৃষ্ঠা)

عَنْ عَبْدِاللّٰهِ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْوَاشِمَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ

অর্থাৎ: হযরত আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম , যে নারী উল্কি আঁকে, দাঁতে ফাঁক সৃষ্টি করে এবং যে মুখের চুল তুলে ফেলে, আর এভাবে আল্লাহর সৃষ্টিকে পরিবর্তন করে, তাদের উপর লানত (অভিশাপ)বর্ষণ করেছেন। (নাসাঈ শরীফ, হাঃ ৫২৫২, কেতাবুয যিনাত)

عَنْ عَبْدِاللّٰهِ (ابن مسعود) قَالَ لَعَنَ اللّٰهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُوْتَشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللّٰهِ

অর্থাৎ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহপাক অভিশাপ বর্ষণ করেছেন ঐ সমস্ত নারীর প্রতি যারা অন্যের শরীরে উল্কি অঙ্কণ করে, নিজ শরীরে উল্কি অঙ্কণ করায়, যারা সৌন্দর্যের জন্য ভ্রু'র চুল উপড়িয়ে ফেলে ও দাঁতের মাঝে ফাঁক সৃষ্টি করে। সেই সব নারী আল্লাহর সৃষ্টিতে বিকৃতি আনয়ন করে। (বুখারী শরীফ, হাঃ ৪৮৮৬, কেতাবুত তাফসীর, বাবু মা আ'তাকুমুর রাসূল)

❖ আমার আক্বা আ'লা হযরত ইমাম আমাদ রেযা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন-

(سیاہ خضاب حرام ہے کہ)
عورت زیادہ اسکی محتاج ہے کہ شوہر کی نگاہ میں آراستہ ہو جب اسے یہ
امور تغیر خلق اللہ کے سبب حرام وموجب لعنت ہو تو مرد پر بدرجہء اولیٰ

অর্থাৎ: কালো খেযাব (চুল কালো) করা হারাম। মহিলাদের জন্য এটা বেশি প্রয়োজন স্বামীর সামনে সজ্জিত হওয়ার কারণে। যখন তাদের ক্ষেত্রে এই সমস্ত দ্রব্য ব্যবহার করা আল্লাহর সৃষ্টিতে পরিবর্তন করার কারণে হারাম এবং অভিশাপের কারণ; তো পুরুষদের জন্য আরো হারাম।

বি.দ্র.ঃ উপরোক্ত আলোচনায় এটা প্রকাশ হলো যে পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্যই সাদা চুলকে কালো করা হারাম।

সাদা চুলকে কালো লালছে করা

যে কোনও দ্রব্য দ্বারা চুলকে কালো লালছে করাও হারাম। কিছু লোককে দেখা যায় যারা লাল মেহেন্দির সাথে অন্য কোন দ্রব্য মিশিয়ে এমন রং করে যে দূর থেকে দেখে কালোই মনে হয় কিন্তু খুব কাছ থেকে দেখলে লালছে বুঝায়, এটাও হারাম। যেমন আমার আকা আ'লা হযরত ইমাম আহমাদ রেযা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন-

جب تک اس قدر مہندی نہ ملے جو نیل پر غالب آجائے اور اس کی سیاہی کو دور
کردے کیا کام دے سکتی ہے کہ وجہ حرمت یعنی بالوں کی ظلمت اب بھی باقی

অর্থাৎ: যতক্ষণ পর্যন্ত যেই পরিমাণ মেহেন্দি মিলানো না হয়েছে যা কালোর প্রতি প্রভাব ফেলে এবং তার কালো রংকে দূরিভুত করে কোনও কাজে আসবে না, এই জন্য যে হারাম হওয়ার কারণ তথা চুলের কালো রং এখনও বিদ্যমান আছে। (ফাতাওয়া রেযবীয়া পুরাতন, ৯ খন্ড, ৩২ পৃষ্ঠা)

বি.দ্র.ঃ উপরে নীলের অর্থ কালো নীল রং বুঝানো হয়নি। নীল থেকে নীলের পাতা বুঝানো হয়েছে যা দ্বারা কালো খেযাব তৈরী করা হয় যাকে "ওয়াসমা" বলে। কালো খেযাব মূলত বেজাতীদের সর্বপ্রথম ফেরাউন বাদশাহ ব্যবহার করেছিল। (মিরক্বাত, কেতাবুল লেবাস, ৮ খন্ড, ২৩৫ পৃষ্ঠা)

ইঞ্জেকশন দ্বারা চুল কালো করা

কালো খেযাব দ্বারা চুল কালো করা নিষেধ যেই কারণে করা হয়েছে সেই কারণটা ইঞ্জেকশন এর দ্বারা চুল কালো করার মধ্যেও বিদ্যমান। সুতরাং এমন কোনও নিয়ম অবলম্বন করা জায়েয নয় যা সাদা চুলকে কালো করে দেয়।

মাথার উপরে ঝুটি বাঁধা

সমস্ত চুল অথবা কিছু চুলকে নিয়ে মাথার উপরে ঝুঁটি বাঁধা নাজায়েয। যেমন হযরত আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলেছেন ঃ

نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيْلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُؤُسُهُنَّ
كَاَسْنِمَةِالْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَايَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَايَجِدْنَ
رِيْحَهَاوَاِنَّ رِيْحَهَالَايُوْجَدُمِنْ مَسِيْرَةِ كَذَاوَكَذَا

অর্থাৎ: স্ত্রীলোক যারা কাপড় পরিহিত উলঙ্গ, যারা অন্যদের আকর্ষণকারিনী ও আকৃষ্ট, তাদের মাথার চুলের অবস্থা উটের হেলে পড়া কুঁজের মতো। ওরা জান্নাতে যেতে পারবে না, এমনকি তার সুগন্ধিও পাবে না অথচ এত এত দূর হতে তার সুঘ্রাণ পাওয়া যায়। (মুসলিম শরীফ, ৫৪৭৫ হাঃ, কেতাবুল লেবাস)

মাথার পিছনে ঝুঁটি বাঁধা

সমস্ত চুলকে ধরে মাথার পিছন দিকে নিয়ে গিয়ে ঝুঁটি বাঁধা জায়েয। নামাযাবস্থায় তো আরো ভালো কারণ তাতে পর্দা করতে সুবিধা হয়। কিন্তু আবার মাথার উপরে বা পিছনেও উপরে উঠিয়ে ঝুঁটি বাঁধা জায়েয নয়।

চুল গাঁথার বিধান

সমস্ত চুলকে পিছনে নিয়ে গিয়ে বেঁধে দিয়ে তার তিন ভাগ করে গেঁথে রাখা বা ব্যাড় দিয়ে রাখা জায়েয। মাথার উপরে ফুল করে রাখা বা চুল গেঁথে উপর দিকে যে কোনও ডিজাইন করা নাজায়েয। চুলের ক্ষেত্রে এমন নিয়ম অবলম্বন করা উচিৎ যাতে পর্দার ব্যতিক্রম না হয়।

সিঁথি করার বিধান

নারী পুরুষ উভয়ের জন্যই সোজা সিঁথি করা মুস্তাহাব। অর্থাৎ যেমন পুরুষের জন্য সোজা সিঁথি করার নির্দেশ; মাথার মধ্যস্থলে সিঁথি করবে আর দুই সাইডের চুলগুলি আগে থেকে পিছন দিকে নিয়ে যাবে। অনুরূপ নারীর জন্যও নির্দেশ রয়েছে মাথার মধ্যস্থলে সিঁথি করবে।আর যদি সিঁথি না করে তবে চুলকে পিছন দিকে নিয়ে গিয়ে রেখে দিবে।

কিন্তু ডান বামে সিঁথি করা যেমন উপস্থিত সময়ে প্রচলন হয়েছে এ নিয়মগুলি বেজাতীদের সাদৃশ্যের জন্য নিষেধ।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَسْدِلُ شَعْرَهُ وَكَانَ الْمُشْرِكُوْنَ يَفْرُقُوْنَ رُؤُسَهُمْ فَكَانَ اَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدِلُوْنَ رُؤُسَهُمْ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ اَهْلِ الْكِتَابِ فِيْمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيْهِ بِشَئٍ ثُمَّ فَرَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَأْسَهُ

অর্থাৎ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম তাঁর চুল পিছন দিকে আঁচড়ে রাখতেন আর মুশরেকগণ তাদের চুল দু'ভাগ করে সিঁথি কেটে রাখত। আহলে কেতাব তাদের চুল পিছন দিকে আঁচড়ে রাখত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম যে কোন বিষয়ে আল্লাহর নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত আহলে কেতাবের অনুসরণ পছন্দ করতেন। অতঃপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম তাঁর চুল দু'ভাগ করে সিঁথি করে রাখতে লাগলেন। (বুখারি শরীফ, হাঃ ৩৫৫৮, কেতাবুল মানাক্বির)

চুল কাটার বিধান

উপস্থিত যুগে মহিলারাও চুলের বড় ফ্যাশন করে। ফ্যাশনের জন্য আগে পিছে যে দিকেই হোক চুল কাটা নাজায়েয। হ্যাঁ যদি এত বড় হয়ে যায় যে তাকে সামলানো বিপদ বা বসার সময় মাটিতে লেগে যায় তবে চুলের আগাল দিকটা কিছুটা কেটে ছোট করা যাবে। আগালের দিকটা বরাবর করার জন্যও কিছুটা কাটা যাবে।

বি.দ্র.ঃ কোনও পর পুরুষের দ্বারা মহিলাদের চুল কাটা হারাম। কাটা চুলেরও পর্দা জরুরী যেখানে সেখানে ফেলে দেওয়া জায়েয নয়, মাটিতে পুঁতে দিবে।

স্বামীর নির্দেশে চুল কাটা

শরীয়ত যদিও মহিলাদেরকে নিজ স্বামীর নির্দেশ মান্য করতে বলেছে কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত সেই নির্দেশ শরীয়ত সম্মত হবে। যদি শরীয়ত পরিপন্থি হয় তবে তার নির্দেশ মান্য করা যাবে না। সুতরাং যদি স্বামী চুল কাটার নির্দেশ দেয় তার নির্দেশ মানা যাবে না।

قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِى مَعْصِيَةِ اللّٰهِ

অর্থাৎ: নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর অবাধ্যতায় কোনও মাখলুকের (সৃষ্টির) অনুসরণ করা যাবে না। (মুসনাদে আহমাদ ১ম খন্ড, ১৩১ পৃষ্ঠা)

চুলে চিরুনী করা

মহিলারা চাইলে প্রতি দিন চুলে চিরুনী করতে পারে। পুরুষদের জন্য প্রতি দিন নয় বিরতি দিয়ে দিয়ে।

عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ التَّرَجُّلِ اِلَّا غِبًّا

অর্থাৎ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম সব সময় চুল আঁচড়াতে নিষেধ করেছেন, তবে একদিন পর পর (আঁচড়ালে দোষ নেই)। (আবূ দাউদ, হাঃ ৪১৫৯, কেতাবুত তারাজ্জুল, তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হাত ৪৪৪৮)

বি.দ্র.ঃ উক্ত নির্দেশ পুরুষদের জন্য মাথায় চিরুনী করা সম্পর্কে রয়েছে। প্রতি দিন তৈল ও চিরুনী ব্যবহার না করে বিরতি রেখে করবে, একদিন করবে একদিন করবে না। হযরত হাসান বাসরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন যে, সপ্তাহে একদিন করবে।

উক্ত নিষেধাজ্ঞার উদ্দেশ্য হল যে মানুষ প্রকাশ্য রূপচর্চায় ফেঁসে গিয়ে আল্লাহকে ভুলে না যায়। এই হুকুম থেকে মহিলারা আলাদা, তারা চাইলে প্রতি দিন চিরুনি করতে পারে। অনুরূপ পুরুষ যদি দাড়িতে প্রতিদিন চিরুনি করে তো করতে পারে। যেমন 'মিশকাত শরিফ' কেতাবে আছে, অযূ করার পরে দাড়িতে চিরুনী করলে অনটন (গরিবী) দূর হয়। হযরত ইমাম গাজ্জালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম নিজ দাড়িতে প্রতি দিন দুইবার করে চিরুনী করতেন। (মিরাতুল মানাজীহ ৬ খন্ড, ১৫৩ পৃষ্ঠা)

বালিকাদের চুল কাটার বিধান

যে কন্যা সবালিকা অথবা তার কাছাকাছি বয়সে উপনিত হয়েছে এমন মহিলার প্রতি বড় মহিলাদেরই হুকুম অর্পিত হবে। তাছাড়া অল্প বয়সী কন্যাদেরও ফ্যাশনের কারণে মাথার চুল কাটা সঠিক নয়। তবে চুল বেশী বড়ো হয়ে যাওয়ার কারণে বা গরমের কারণে কাটার সুযোগ রয়েছে।

চুলে ক্লিপ ব্যবহার করা

ক্লিপ মহিলারা নিজের চুলে ব্যবহার করে তা ব্যবহার করা জায়েজ আছে। ক্লিপের ব্যবহার শুধু সৌন্দর্যের জন্য নয় তার মূল উদ্দেশ্যই হল চুলগুলিকে এক জায়গায় রাখা। (ফাতাওয়া মারকাযে তারবীয়াতে ইফতা ২য় খন্ড, ৫০০ পৃষ্ঠা)

বি.দ্র.ঃ স্বর্ণ, রৌপ্য, লোহা, তামা ইত্যাদি যে কোনও ধাতুর তৈরী ক্লিপ মহিলারা চুলে ব্যবহার করতে পারবে। (ফাতাওয়া মারকাযে তারবীয়াতে ইফতা ২য় খন্ড, ৫০০ পৃষ্ঠা)

চোখের ভ্রু সরু করা

মহিলারা রূপ চর্চা করতে খুব ভালোবাসে তাই তারা শরীয়তকে লক্ষ্য না করেই শরীয়ত বিরোধী অনেক কর্ম করে থাকে তার মধ্যে একটা হলো চোখের ভ্রু কে সরু করে নেওয়া। আল্লাহপাক মানুষকে যেভাবে সৃষ্টি করেছেন আলহামদুলিল্লাহ সমস্ত সৃষ্টির সেরা এবং সর্বশ্রেষ্ঠ সৌন্দর্যময় করেছেন। তার সৃষ্টিতে কোনও রকমের পরিবর্তন জায়েয নয়। চোখের ভ্রুগুলিকেও খুব সুন্দর করে বানিয়েছেন তাতে কোনো রকমের পরিবর্তন জায়েয নয়। এটা কাবীরা গুণাহের অন্তর্ভুক্ত।

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَلْعَنُ الْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ وَالْمُوْتَشِمَاتِ اللَّاتِىْ يُغَيِّرْنَ خَلْقَ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ

অর্থাৎ: হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম কে যে সকল মহিলা ভ্রু ইত্যাদির পশম উপড়িয়ে ফেলে (বা সরু করে) এবং দাঁতে ফাঁক করে এবং যারা শরীরে দাগ লাগায়, যারা আল্লাহর সৃষ্টিকে বদলিয়ে দেয়, তাদের উপর লানত (অভিশাপ) করতে শুনেছি। নাসঈ শরীফ, হাঃ নাঃ ৫১০৬ কেতাবুয যিনাত)।

বি.দ্র.ঃ উক্ত কর্মগুলি যে মহিলা সৌন্দর্য বা রূপচর্চার জন্য করে তার প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করা হয়েছে। যেমন- 'ফাতহুল বারী' কেতাবে আছে

يُفْهَمُ مِنْهُ اَنَّ الْمَذْمُوْمَةَ مَنْ فَعَلَتْ ذَالِكَ لِاَجْلِ الْحُسْنِ

অর্থাৎ উক্ত হাদীসে বোঝানো হয়েছে যে, অভিশাপ ঐ মহিলাদের জন্য যারা উক্ত কর্মগুলি সৌন্দর্য বা রূপচর্চার জন্য করে। (ফাতহুল বারী ১০ খন্ড, ৩৭২ পৃষ্ঠা)

মুখমণ্ডলের চুল পরিষ্কার করা

কোনও মহিলার চেহারায় যদি চুল বেরিয়ে যায় তা পরিষ্কার করা জায়েয। আর যদি দাড়ি বা মোচের চুল বেরিয়ে আসে তবে তা পরিষ্কার করা মুস্তাহাব। পিঠ এবং বক্ষদেশের চুল কাটা অথবা ছিলে নেয়া ভালো নয়। হাত, পা এবং পেটের চুল দূরিভূত করতে পারে। চুল যদি বেশি বড়ো হয়ে যায় দেখতে খারাপ লাগে তবে কেটে স্বাভাবিক করতে পারে কিন্তু তাকে কেটে সরু করতে পারে না। (বাহারে শরীয়ত, ১৬ খন্ড, ৫৮৫ পৃষ্ঠা)

لَابَاسَ بِاَخَذِ الْحَاجِبَيْنِ وَشَعْرِ وَجْهِهِ مَالَمْ يُشَبِّهِ الْمُخَنَّثِ

(রাদ্দুল মুহতাব ৯ খন্ড, ৬৭০ পৃষ্ঠা)

নাকের চুল উপড়িয়ে ফেলা উচিৎ না কারণ তাতে বিশেষ অসুখে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বেশি বড়ো হয়ে গেলে তার কিছু পরিমাণ কেটে ফেলতে পারে। (বাহারে শরীয়ত, ১৬ খন্ড, ৫৮৫ পৃষ্ঠা)

বগল ও নাভিতল পরিষ্কার করা

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْفِطْرَةُ خَمْسٌ اَلْخِتَانُ وَالْاِسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيْمُ الْاَظْفَارِ وَنَتْفُ الْاِبْطِ

অর্থাৎ: হযরত আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলেছেনঃ পাঁচটি জিনিস ফিতরাত (সুন্নাত)-

১। খাতনা (মুসলমানী করা)

২। নাভীর নিম্নের অবাঞ্ছিত লোম পরিষ্কার করা

৩। গোঁফ কাটা

৪। নখ কাটা

৫। বগলের লোম উপড়িয়ে ফেলা

বি.দ্র.ঃ নাভিতল এবং পায়খানার দ্বারের চুল ক্ষুর বা ব্লেড দিয়ে পরিষ্কার করা সুন্নাত পুরুষের ক্ষেত্রে। কোনও ঔষধের মাধ্যমে পরিষ্কার করা পুরুষের জন্য সুন্নাতের পরিপন্থী। পুরুষ-মহিলা উভয়ের জন্য কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলাও সুন্নাতের ব্যতিক্রম।

❖ নাপাকাবস্থায় কোনও জায়গার চুল পরিষ্কার করা মাকরুহ।

❖ বগলের চুল উপড়িয়ে ফেলা সুন্নাত এবং ছিলে ফেলা জায়েয। হযরত ইমাম শাফয়ী রাহামাতুল্লাহি আলাইহি বগলের চুল ছিলে নিতেন। (মিরাতুল মানাজীহ ৬য় খন্ড, ১৪১ পৃষ্ঠা)।

❖ প্রত্যেক সপ্তাহে নাভিতল পরিষ্কার করা মুস্তাহাব এবং উত্তম জুমার দিনে। পনেরো দিনে একবার পরিষ্কার করাও জায়েয আর চল্লিশ দিনের অধিক নাজায়েয। বগলের চুলেরও একই হুকুম। (বাহারে শরীয়ত, ১৬ খন্ড, ৫৮৫ পৃষ্ঠা, সূত্রঃ আলামগিরী ও শামী)।

হাত ও পায়ের চুল পরিষ্কার করা

হাত ও পায়ের চুল পরিষ্কার করা জায়েয।

عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَااطَّلٰى بَدَأَبِعَوْرَتِهٖ فَطَلَاهَابِالنَّوْرَةِوَسَائِرَجَسَدِهٖ اَهْلُهٗ

অর্থাৎ: হযরত উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম চুনা (বিশেষ পাউডার) ব্যবহারকালে প্রথমে তাঁর লজ্জাস্থানে তা লাগাতেন, অতঃপর সমস্ত শরীরে তাঁর স্ত্রীগণ চুনা লাগিয়ে দিতেন। (ইবনে মাজা শরীফ হাঃ ৩৭৫১)

চারটি জিনিসকে দাফন করার হুকুম

চারটি জিনিস সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, দাফন করে দিতে হবে।

১। চুল ২। নখ ৩। মহিলারা পিরিয়ডের সময়ে যে কাপড় ব্যবহার করে ৪। রক্ত

(ফাতাওয়া আলামগিরী কেতাবুল কারাহিয়া ৫ম খন্ড, ৩৫৮ পৃষ্ঠা)

❖ নখ কেটে পায়খানা বা গোসলখানায় ফেলা মাকরুহ

❖ নাভিতল পরিষ্কার করে এমন জায়গায় ফেলা যেখানে মানুষের চোখে পড়বে নাজায়েয। (বাহারে শরীয়ত ১৬ খন্ড, ৫৮৮ পৃষ্ঠা)

চেহেরার সাজ-সজ্জা

কর্ন ছেদন করার বিধান

মহিলাদের কর্ন ছেদন করা এবং তাতে অলঙ্কার পরিধান করা জায়েয। এর প্রচলন হযরত হাজেরা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে আরম্ভ হয়েছে। "তাতার খানিয়া" কেতাবে আছে -

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهٗ قَالَ وَقَعَتْ وَحْشَةٌ بَيْنَ هَاجِرَةَ وَسَارَةَ فَحَالَفَتْ سَارَةُ اِنْ ظَفَرْتُ بِهَاقَطَعْتُ عَضْوًامِنْهَافَاَرْسَلَ اللّٰهُ جِبْرِيْلَ اِلٰى اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَنْ يُصْلِحَ بَيْنَهُمَافَقَالَتْ سَارَةُ مَاحِيْلَةُ يَمِيْنِىْ فَاَوْحَى اللّٰهُ اِلٰى اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَنْ يَّأْمُرَسَارَةَ اَنْ تُثْقِبَ هَاجِرَةَفَمِنْ ثَمَّ تُثْقَبُ الْاُذُنَ

অর্থাৎ: -হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। একবার হযরত সারা রাদিয়াল্লাহু আনহা ও হযরত হাজেরা রাদিয়াল্লাহু আনহা এর মধ্যে কিছু একটা বিষয় নিয়ে কথা বাড়াবাড়ি হয়। তখন হযরত সারা রাদিয়াল্লাহু আনহা কসম খেয়েছিলেন "যদি আমার সুযোগ মিলে তাহলে হাজেরার কোন অঙ্গ কেটে দেব।" আল্লাহপাক হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম এর মারফৎ হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম কে নির্দেশ দিলেন যেন ওদের পরস্পরের মধ্যে আপোষ করে দেন। হযরত সারা রাদিয়াল্লাহু আনহা আরয করলেন, তাহলে আমার কসমের কি সুরাহা হবে? তখন হযরত ইব্রহীম আলাইহিস সালাম এর উপর ওহী নাযিল হল- হযরত সারা রাদিয়াল্লাহু আনহা কে নির্দেশ দাও যে সে হযরত হাজেরা রাদিয়াল্লাহু আনহার কর্ন ছেদন করে"। এসময় থেকে মহিলাদের কান ছেদন শুরু হয়। (জা-আলা হক্ব, ১ খন্ড, ৩৬৭ পৃষ্ঠা)

❖ **হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন -**

اَمَرَ هُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَرَأَيْتُهُنَّ يَهْوِيْنَ اِلٰى آذَانِهِنَّ وَحُلُوْقِهِنَّ يَدْفَعْنَ اِلٰى بِلَالٍ

অর্থাৎ: নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম মহিলাদেরকে সাদকা করার আদেশ দিলেন। রাবী (বর্ণনাকারী) বলেন আমি দেখলাম তারা তাদের কর্ন ও কণ্ঠের দিকে হাত প্রসারিত করে গয়নাগুলো হযরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু'র কাছে অপর্ন করছে। (বুখারী শরীফ, হাঃ ৫২৪৯, কেতাবুল নেকাহ)

নাক ছেদন করার বিধান

মহিলাদের নাক ও কান ছেদন করা এবং তাতে গয়না পরিধার করা জায়েয।

কিছু জায়গায় বালক (ছেলেদের)ও নাক ছেদন করতে দেখা যায় এটা নাজায়েয।

اَنَّ ثَقْبَ الْاُذُنِ لِتَعْلِيْقِ الْقُرْطِ وَهُوَمِنْ زِيْنَةِ النِّسَاءِ فَلَا يَحِلُّ لِلذُّكُوْرِ

অর্থাৎ: বালি পরিধান করার জন্য কান ছেদন করা যা মহিলাদের অলঙ্কার; পুরুষদের জন্য জায়েজ নয়। (ফাতাওয়া শামী, ফাসলুন ফিল বাইয়ে ৯ খন্ড, ৬৯৩ পৃষ্ঠা)

দাঁত ফাঁকা বা সরু করা

কিছু মহিলাকে দেখা যায় সৌন্দর্যের জন্য দাঁতের মধ্যে ফাঁকা করে দেন এবং তাকে ছিলে সরু করে; উভয় কর্মই নাজায়েয। যারা এসব করে তাদের প্রতি আল্লাহপাক লানত (অভিশাপ) করেছেন। এই হাদীসটি দেখুন "চোখের ভ্রু সরু করা" এর বয়ানে।

সুরমা ব্যবহার করার বিধান

সুরমা ব্যবহার করা সুন্নত।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اِكْتَحِلُوْابِالْاِثْمِدِفَاِنَّهُ يَجْلُوُاالْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَوَزَعَمَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَتْ لَهُ مُكْحَلَّةٌ يَكْتَحِلُ بِهَا كُلَّ لَيْلَةٍ ثَلَاثَةً فِيْ هٰذِهٖ وَثَلَاثَةً فِيْ هٰذِهٖ

অর্থাৎ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলেছেন, তোমরা ইসমিদ সুরমা লাগাও। এটা চোখের জ্যোতি বাড়ায় এবং চোখের পাতার লোম গজায়। তিনি মনে করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এর একটা সুরমাদানী ছিল। তা হতে তিনি প্রতি রাতে তিনবার ডান চোখে এবং তিনবার বাম চোখে সুরমা লাগাতেন। (তিরমিযী শরীফ, কেতাবুল লেবাস, ১৭৫৭ পৃষ্ঠা)

চশমা পরার বিধান

প্রয়োজনের ক্ষেত্রে মহিলারাও চশমা ব্যবহার করতে পারবে যেমন চোখ ব্যাথা, চোখে কম দেখা এবং মাথা ব্যাথা ইত্যাদি। প্রয়োজন ছাড়া চশমা ব্যবহার করবে না কারণ এটা পুরুষদের সঙ্গে সাদৃশ্য প্রকাশ করে যা নাজায়েয।

স্বর্ণ ও রৌপ্যের ফ্রেম ব্যবহার করার বিধান

ফ্রেম অলঙ্কারের অন্তর্ভুক্ত নয় সুতরাং পুরুষ ও মহিলা উভয়ের ক্ষেত্রে একই হুকুম বর্তাবে। স্বর্ণ ও রৌপ্যের ফ্রেম নারী পুরুষ সকলের জন্যই নাজায়েয।

وَالنِّسَاءُ فِيْمَاسِوَى الْحُلِّيُ مِنَ الْاَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْاَدْهَانِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْقُعُوْدِبِمَنْزِلَةِ الرِّجَالِ

অর্থাৎ: আহার পানাহার ও তেল ব্যবহার ক্ষেত্রে এবং সোনা চাদি ব্যবহার ক্ষেত্রে অথবা সোনা চাদির উপর বসার ক্ষেত্রে শুধু অলঙ্কার ব্যাতীত মহিলারাও পুরুষের হুকুমে। (ফাতাওয়া আলামগিরি ৫ম খন্ড, ৪১৩ পৃষ্ঠা)

চোখে লেন্স ব্যবহার করার বিধান

প্রয়োজনে লেন্স লাগানো জায়েয। তা লাগিয়ে ওযু ও গোসল জায়েয যদিও তা খোলার সময় কষ্ট না হয়। কারণ লেন্স চোখের ভিতরে লাগানো হয় যা ওযু ও গোসলের সময় ধৌত করা জরুরী নয়।

اِيْصَالُ الْمَاءِ اِلٰى دَاخِلِ الْعَيْنَيْنِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَلَابِسُنَّةٍ

অর্থাৎ: দুই চোখের ভিতর জল পৌঁছানো ওয়াজিব ও সুন্নাত কিছু নয়। (ফাতাওয়া আলামগিরী, ১ম খন্ড ৪ পৃষ্ঠা)

দাঁতন করার বিধান

দাঁতন করা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এর সুন্নাত। তিনি দাঁতন করতে খুব ভালো বাসতেন।

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ لَا اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِيْ لَاَمَرْتُهُمْ بِتَاخِيْرِالْعِشَاءِ وَبِالسِّوَاكِ عِنْدَكُلِّ صَلٰوةٍ

অর্থাৎ: হযরত আবূ হরুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলেছেন, আমি যদি আমার উম্মতের কষ্ট হবে মনে না করতাম, তাহলে আমি তাদেরকে ইশার নামায দেরি করে পড়তে হুকুম করতাম আর প্রত্যেক নামাযের সময় দাঁতন করতে হুকুম দিতাম। (বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত, হাঃ ৩৪৭)

দাঁতন করা নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য সুন্নাত

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ يَسْتَاكُ فَيُعْطِيْنِى السِّوَاكَ لِاَغْسِلَهُ فَابْدَأُبِهِ فَاَسْتَاكُ ثُمَّ اَغْسِلُهُ وَاَدْفَعُهُ اِلَيْهِ

অর্থাৎ: হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম দাঁতন করে ধোয়ার জন্য আমাকে দিতেন।

আমি নিজে প্রথমে তা দিয়ে দাঁতন করতাম, অতঃপর সেটা ধুয়ে তাঁকে দিতাম। (আবূ দাউদ শরীফ, হাঃ ৫২)

فَرَأَيْتُ زَيْدًايَجْلِسُ فِى الْمَسْجِدِ وَاِنَّ السِّوَاكَ مِنْ اُذُنِهِ مَوْضَعُ الْقَلَمِ مِنْ اُذُنِ الْكَاتِبِ فَكُلَّمَاقَامَ اِلَى الصَّلَاةِ اسْتَاكَ

অর্থাৎ: হযরত আবূ সালমা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দেখেছি, তিনি মসজিদে বসে থাকতেন, আর দাঁতন তার কানের ঐ স্থানে লেগে থাকত, যেখানে লেখকের কলম থাকে। অতঃপর যখনই তিনি নামাযের জন্য যেতেন, দাঁতন করে নিতেন। (আবূ দাউদ শরীফ, হাঃ ৪৭, কেতাবুল তাহারাত)

عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ بِأَىِّ شَىٍّ كَانَ يَبْدَأُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَادَخَلَ بَيْتَهُ قَالَتْ بِالسِّوَاكِ

অর্থাৎ: হযরত মিকদান ইবনে শুরাইহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম ঘরে এসে সর্বপ্রথম কোন কাজ করতেন? তিনি বলেনঃ তিনি সর্বপ্রথম দাঁতন করতেন। (অবূ দাউদ শরীফ, হাঃ ৫১, কেতাবুল তাহারাত)

বি.দ্র.ঃ দাঁতন এমন হতে হবে, অধিক শক্তও নয় নরমও নয়। জয়তুন বা নিম ইত্যাদি তিক্ত গাছের লকড়ির হতে হবে। ফল জাতীয় বৃক্ষ বা সুগন্ধিময় ফুলের বৃক্ষের যেন না হয়। কনিষ্ঠাঙ্গুলি বরাবর মোটা হবে। এক বিঘত লম্বা হবে এত বেশি ছোট নয় যাতে দাঁতন করতে কষ্ট হয়।

যে দাঁতন এক বিঘতের চেয়ে বড়ো হয় এর উপর শয়তান সাওয়ার হয়। দাঁতন ব্যবহারের যোগ্য না হলে দাফন করে ফেলবে বা সতর্কতার সাথে কোন স্থানে রেখে দেবে, যেন কোন নাপাক স্থান না হয়।

❖দাঁতন ডান হাত দ্বারা করবে। হাতে এমন ভাবে নিবে সব আঙ্গুল উপরে থাকবে আর বৃদ্ধাঙ্গুলির মাথা নীচে রাখবে এবং মুষ্টিবদ্ধ করবে না।

❖ প্রথমে ডান দিকে উপরের দাঁতে ঘষবে। অতঃপর বাম দিকের উপরের দাঁত, তারপর ডান দিকের নীচের দাঁত, অতঃপর বামদিকের নীচের দাঁত।

❖ কমপক্ষে তিনবার দাঁতের ডানে, বামে, উপর, নীচে দাঁতন করবে। প্রত্যেকবার দাঁতন ধুয়ে ফেলবে।

❖ দাঁতন করার সময় তা ধুয়ে নিবে। অনুরূপভাবে দাঁতন সমাপ্তির পরও ধুয়ে নিবে এবং জমিনের উপর পতিত রাখবে না। উঁচু করে রাখবে এবং ঘর্ষণের দিকটা উপরের দিকে রাখবে। (বাহারে শরীয়ত ২য় খন্ড, ২৯৪ পৃষ্ঠা)

দাঁতে ব্রাশ করার বিধান

এখানে দুটি বিষয় লক্ষণীয়-

১। মুখ পরিষ্কার করা ২। সুন্নাত আদায় করা।

ব্রাশের মাধ্যমে মুখ পরিষ্কার হবে কিন্তু সুন্নাত আদায় হবে না। কারণ তার জন্য লকড়ির দাঁতন চাই। ফাতাওয়া রেজবীয়া থেকে এটাই আলোকপাত হয়। আমার আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন-

"বাস্তব তো এটা যে, দাঁতন যা সুন্নাত তা ত্যাগ করে খ্রীষ্টানদের ব্রাশ ব্যবহার করাটাই কঠিন অজ্ঞতা, বেয়াকুফী এবং অন্তর রোগাক্রান্ত-র প্রমাণ"। (ফাতাওয়া রেযবীয়া, ৯ খন্ড, ৮০ পৃষ্ঠা)।

❖ তবে চেষ্টার পরেও যদি দাঁতন না পাওয়া যায় তবে আঙ্গুলই তার বিকল্প হবে ব্রাশ না। কারণ হাদীসে উল্লেখ করে দেয়া হয়েছে যে দাঁতনের বিকল্প হল আঙ্গুল, যেমন হাদীস পাকে আছে -

اَلْاَصَابِعُ تَجْرِى مَجْرَى السِّوَاكِ اِذَالَمْ يَكُنْ سِوَاكٌ

অর্থাৎ: যদি দাঁতন না পাওয়া যায় তবে আঙ্গুল তার জায়গায় ব্যবহার করা যাবে। (কানযুল উম্মাল ৯ খন্ড, ৩১১ পৃষ্ঠা, হাঃ ২৬১৬৭)

ফাতাওয়া আলমগিরীতে আছে -

لَاتَقُوْمُ الْاِصْبَعُ مَقَامَ الْخَشْبَةِ فَاِنْ لَمْ تُوْجِدِالْخَشْبَةُ فَحِيْنَئِذٍ تَقُوْمُ الْاِصْبَعُ مِنْ يَمِيْنِهِ مَقَامَ الْخَشْبَةِ

অর্থাৎ: আঙ্গুল লকড়ি (দাঁতন) এর জায়গায় কাজ দিতে পারে না, কিন্তু যদি লকড়ি (দাঁতন) না পাওয়া যায় সেই ক্ষেত্রে ডান হাতের আঙ্গুল তার জায়গায় কাজ দিবে। (ফাতাওয়া আলামগিরী, ১ম খন্ড ৭ পৃষ্ঠা)

বি.দ্র.ঃ মহিলাদের জন্য দাঁতন এর পরিবর্তে মিশি বা কোনও মাজন ব্যবহার করা মুস্তাহাব। আঙ্গুল দিয়ে দাঁত পরিষ্কার করবে কারণ তাদের মাড়ি নরম হয়। (মিরাতুল মানাযীহ, ১ম খন্ড, ২৬৩ পৃষ্ঠা) সুতরাং মহিলাদের তো ব্রাশ করা উচিৎই না।

শরীরে দাগ লাগানোর বিধান

কিছু কিছু পুরুষ ও মহিলাকে দেখা যায় তারা শরীরে দাগ দেয়। হাত, পা, চেহেরা ইত্যাদি জায়গায় খুড়ে রং ভরে নিজের নাম, প্রেমিকার নাম লিখে। কিছু ছেলে ও মেয়ে আবার ব্লেড দিয়ে কেটে প্রেমিক প্রেমিকার নাম লিখে।এ সমস্ত কর্মই নাজায়েয ও হারাম। عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَعَنَ اللّٰهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ

অর্থাৎ: হযরত আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম হতে বর্ণিত। আল্লাহ তা'আলা অভিশাপ করেন যে সব নারীদেরকে যারা নিজে পরচুলা লাগায় এবং যারা অঙ্গ প্রতঙ্গে উল্কি আঁকে (দাগ দেয়) এবং অন্যকে করিয়ে দেয়। (বুখারি শরীফ, কেতাবুল লেবাস হাঃ ৫৯৩৩)

লিপ-স্টিক ব্যবহারের বিধান

লিপ-স্টিক এটাও যিনাত (সৌন্দর্য) এর অন্তর্ভুক্ত কিন্তু দ্বীনদার পরহেযগার পরিবার এটাকে মন্দ, কুৎসিত মনে করে। লিপ-স্টিক ঐ মহিলারাই ব্যবহার করে থাকে যাদের সম্পর্ক ধর্মের সাথে খুব কম। তাছাড়া এক পেপারে পড়েছিলাম যে লিপ-স্টিকে শুকুরের চর্বি মিশ্রিত থাকে। যদি তাই হয় তবে তা ব্যবহার করা হারাম হবে। নচেৎ বেহায়া, ফ্যাশনবাজ, বাজারু মহিলাদের সাথে সাদৃশ্যের জন্য মুসলিম মহিলাদের লিপ-স্টিক ব্যবহার করা নিষেধ।

টিকলি ব্যবহারের বিধান

টিকলিও ব্যবহার করা নিষেধ নাজায়েজ। কারণ এটা ফ্যাশনবাজ, বাজারু, মডার্ন এবং বেজাতী মহিলাদের অভ্যাস। আর এই সমস্ত মহিলাদের সাদৃশ্য গ্রহণ করতে শরীয়ত নিষেধ করেছে।

❖ টিকলি আঠা দিয়ে কপালে লাগায় যার জন্য তার জায়গায় অযূ ও গোসলের সময় পানি পৌঁছবে না, যার ফলে তার অযূ ও গোসল হবে না।

বিউটি পার্লারে মেক-আপ করা

বিউটি পার্লারে মেক-আপ করা অপব্যয় এবং বেকার কর্ম। তাতে এমন ভাবে মেক-আপ করে দেয় যে আসল চেহারাই বিকৃত হয়ে যায় এটা এক প্রকার ধোকা তাই নাজায়েয। যারা বেহায়া, নির্লজ্জ, চরিত্রহীন, বাজারু মহিলা দ্বীন ধর্মের সাথে বিশেষ সম্পর্ক রাখে না তারাই বেজাতীদের মত বিউটি পার্লারে গিয়ে মেক-আপ করে থাকে আর রূপচর্চা করে হাটে বাজারে ঘুরে। আল্লাহপাক পবিত্র ক্বোরআনে বলেছেন-

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْالَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ فِى الدُّنْيَاوَالْاٰخِرَةِ

অর্থাৎ: যারা পছন্দ করে যে ইমানদারদের মধ্যে অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতা প্রসার লাভ করুক, তাদের জন্য ইহকাল ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। (সূরা নূর, আয়াত ৩১৯)

❖ মেক-আপকারী মহিলা মনে করে যে আমাকে খুব ভালো লাগছে, কিন্তু না, ইসলাম দরদী এবং একজন ভদ্র ব্যক্তি যখন এই মহিলাদের দেখেন তখন তার মাথায় চরিত্রহীন মহিলা বলে ঠোকা দেয়। কারণ একজন সুচরিত্র বা ভদ্র মহিলা এসব ফ্যাশন পছন্দ করতেই পারে না কিন্তু এখন পরিবেশ এমন দুষিত হয়েছে যে যুবতী তো যুবতী বুড়িরাও মেক-আপ করে যুবতী সাজতে চাইছে।

সৌন্দর্যের জন্য সার্জারী করার বিধান

আল্লাহপাক মানুষকে সর্বশ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য দিয়ে বানিয়েছেন সে কথা তিনি নিজেই পবিত্র ক্বোরাআনে বলে দিয়েছেন - لَقَدْخَلَقْنَاالْاِنْسَانَ فِىْ اَحْسَنِ تَقْوِيْم

অর্থাৎ: নিশ্চয় আমি মানুষকে উৎকৃষ্ট আকৃতিতে সৃষ্টি করেছি। (সূরা আত-তীন, আয়াত ৪) اَلَّذِىْ خَلَقَكَ فَسَوّٰكَ فَعَدَلَكَ فِىْ اَىِّ صُوْرَةٍ مَّاشَاءَ رَكَّبَكَ

অর্থাৎ: যিনি তোমাকে সৃস্টি করেছেন, অতঃপর তোমাকে সুঠান করেছেন অতঃপর সুসামঞ্জস্য করেছেন। (সূরা ইনফেতার, ৭-৮ আয়াত)

আল্লাহপাক মানুষকে নিজ ইচ্ছা মত উৎকৃষ্ট আকৃতিতে সৃস্টি করেছেন তার চাইতে ভালো আকৃতি আর কেউ তৈরী করার ক্ষমতা রাখে না। সুতরাং আল্লাহর তৈরী করা গঠনে কোনও মত বিক্রিতি জানায়েয ও হারাম। তবে যদি প্রয়োজন হয়, জায়েয আছে। চিকিৎসার উদ্দেশ্যে সার্জারী করা জায়েয আর সৌন্দর্যেয উদ্দেশ্যে নাজায়েজ।

عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ طَرَفَةَ اَنَّ جَدَّهُ عَرْفَجَةَ بْنَ اَسْعَدَ قُطِعَ اَنْفُهُ يَوْمَ الْكَلَابِ فَاتَّخَذَاَنْفًامِّنْ وَرِقٍ فَاَنْتَنَ عَلَيْهِ فَاَمَرَهُ النَّبِىُّ ﷺ فَاتَّخَذَاَنْفًامِنْ ذَهَبٍ حَسَنٌ

অর্থাৎ হযরত আব্দুর রাহমান ইবনে তারাকাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) সূত্রে বর্ণিত। "কালাব" যুদ্ধের দিন তার দাদা আরফাজাহ ইবনে আসআদ -এর নাক কেটে গেলে তিনি রূপার নাক বানিয়ে দিলেন। তা দুর্গন্ধযুক্ত হওয়ায় নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এর নির্দেশে তিনি স্বর্ণের নাক তৈরী করে নেন। (আবূ দাউদ শরীফ হাঃ ৪২৩২)

বি.দ্র.ঃ চিকিৎসার উদ্দেশ্যে অনেক লোককে দেখা যায় যারা প্লাস্টিক সার্জারী করে থাকে এটা জায়েয।

হাতের সাজ-সজ্জা

সাজ-সজ্জায় হাতও এক প্রকার স্থান রাখে তাই মানুষ হাতকেও বিভিন্ন সাজ-সজ্জায় সজ্জিত করে থাকে।

মেহেদী ব্যবহার করার বিধান

মহিলাদের ক্ষেত্রে হাতে মেহেদী ব্যবহার করা শুধুই জায়েযই নয় বরঞ্চ উত্তম।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ اَوْمَتْ اِمْرَأَةٌ مِنْ وَرَاءِ سِتْرٍبِيَدِهَا كِتَابٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَدَهُ فَقَالَ مَااَدْرِىْ اَيَدُ رَجُلٍ اَمْ يَدُ امْرَأَةٍ ؟ قَالَتْ بَلْ اِمْرَأَةٌ قَالَ لَوْ كُنْتِ اِمْرَأَةً لَغَيَّرْتِ اَظْفَارَكِ يَعْنِىْ بِالْحِنَاءِ .....حَسَنٌ

অর্থাৎ: হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা পর্দার আড়াল থেকে একটি কেতাব হাতে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এর দিকে বড়িয়ে দিলো। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম নিজের হাত না বাড়িয়ে বললেনঃ আমি বুঝতে পারিনি এটা কোনো পুরুষের হাত না কি নারীর হাত? সে বললো বরং নারীর হাত নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বললেনঃ তুমি মহিলা হলে অবশ্যই তোমার নখগুলো মেহেদীর রঙ দ্বারা রঞ্জিত করতে। (আবূ দাউদ শরীফ হাঃ ৪১৬৬)

বি.দ্র.ঃ পুরুষদের ক্ষেত্রে মেহেদী ব্যবহার করা নাজায়েয। কোনও অসুখের জন্য যদি ঔষধরূপে ব্যবহার করে তবে জায়েয হবে, কিন্তু যতটুকু প্রয়োজন শুধু ততটুকুই ব্যবহার করবে। সৌন্দর্যের উদ্দেশ্য হলেই নাজায়েয হয়ে যাবে। বিবাহের জন্য বরের হাতে মেহেদী লাগানোও নাজায়েয।

নখ বড়ো রাখার বিধান

عَنِ ابْنِ عُمَرَاَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مِنَ الْفِطْرَةِ
حَلْقُ الْعَانَةِ وَتَقْلِيْمُ الْاَظْفَارِ وَ قَصُّ الشَّارِبِ

অর্থাৎ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলেছেনঃ নাভির নীচের পশম কামানো, নখ কাটা ও গোঁফ ছোট করা সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। (বোখারী শরীফ, হাঃ ৫৮৯০)

❖ নখ বড়ো রাখা সুন্নাতের পরিপন্থী। শুধু তাই নয় সভ্যতা ও ভদ্রতারও ব্যতিক্রম। তাছাড়া তাতে অনেক ক্ষতিও আছে যেমন- হযরত মুল্লা আলী ক্বারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন– مَنْ كَانَ ظَفَرُهُ طَوِيْلاً كَانَ رِزْقُهُ ضَيِّقًا

অর্থাৎ: যে ব্যক্তির নখ বড়ো থাকে তার রুজিতে বরকত কমে যায়। (মিরক্বাত কেতাবুল লেবাস, ৮ খন্ড, ২১২ পৃষ্ঠা)

❖ নখ বা চুল কাটার পরে তা মাটিতে দাফন করে দিতে হয়।
اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَمَرَبِدَفْنِ الشَّعْرِ وَالْاَظْفَارِ
অর্থাৎ: নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম চুল এবং নখ দাফন করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। (ফাতহুল বারী, কেতাবুল লেবাস, ১০ খন্ড, ৪২৪ পৃষ্ঠা)

নখ পালিশ এর বিধান

নখ পালিশ যদি কোনও নাপাক বস্তুর মিশ্রণ না থাকে তবে তা বৈধ হওয়ার কথা কিন্তু নখ পালিশ ব্যবহার করলে অজু এবং গোসলের সময় তার নীচে পানি পৌঁছবে না তাই গোসল ও অজু সুদ্ধ হবে না।

❖ সুতরাং এমন জিনিস যা নামাযে বাধা সৃষ্টি করে শরীয়তে তা ব্যবহার করা নিষেধ। বেশি নখ পালিশ ব্যবহার করার কারণে কুদরতী যে চমক তা নষ্ট হয়ে যায়। এসব জিনিস বেশির ভাগ ঐ সমস্ত মহিলারাই ব্যবহার করে থাকে যারা শরিয়তকে বিশেষ গুরুত্ব দেয় না বা চরিত্রহীন মহিলাদের অভ্যাস তাই একজন মুসলিম মহিলার জন্য নখ পালিশ, লিপ-স্টিক, মেক-আপ ইত্যাদি করা শোভনীয় নয়।

চুড়ি ও পলার বিধান

মহিলাদের জন্য চুড়ি ও পলা পরিধান করা জায়েয তবে শর্ত হল যে সে নিজেই পরবে অথবা কোনও মহিলার মাধ্যমে পরবে কোনও পরপুরুষের মাধ্যমে চুড়ি পরা হারাম। সোনা ও রূপা ব্যতিত অন্য কোনও ধাতুর অলংকার পরিধান করা নিষেধ যেমন- লোহা, তামা, পিতল, সিটি গোল্ড ইত্যাদি। কাঁচ ও প্লাস্টিক এর চুড়ি পলা ইত্যাদি অলঙ্কার পরিধান করা জায়েয।

আংটি পরার বিধান

মহিলাদের জন্য সোনা রূপার আংটি পরিধান করা জায়েয।

وَكَانَ عَلٰى عَائِشَةَ خَوَاتِيْمُ ذَهَبٍ

অর্থাৎ: হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-র কাছে স্বর্ণের কয়েকটি আংটি ছিল। (বুখারী শরীফ, কেতাবুল লেবাস, হাঃ ৫৮৮০)

◆ **হযরত ইমাম নববী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন-**

وَاَمَّاالْمَرْاَةُ فَلَهَاالْتَّخَتُّمُ فِى الْاَصَابِعِ كُلِّهَا

অর্থাৎ: মহিলাদের জন্য প্রত্যেকটা আঙ্গুলেই আংটি পরিধান করা জায়েয। (মিরক্বাত)

❖ মহিলারা সোনা ও রূপার আংটি হাতে এবং পায়ের যে কোনও আঙ্গুলে যতটা চায় পরিধান করতে পারে।

হাতে রুমাল নিয়ে থাকা

হাতে রুমাল নিয়ে থাকা যদি প্রয়োজনের ক্ষেত্রে হয় তবে জায়েয আছে। যেমন- ঘাম বা নাক পরিষ্কার করা। আর যদি অপ্রয়োজন বা অহংকারের জন্য হয় তবে মাকরুহ হবে।

لَايُكْرَهُ خِرْقَةٌ لِوَضُوْءٍ اَوْمَخَاطٍ اَوْعَرَقٍ لَوْلِحَاجَةٍ وَلَوْ لِلتَّكَبُّرِتُكْرَهُ

(দুররে মুখতার, কেতাবুল হাযর ওয়াল-ইবাহাত, ৬ খন্ড, ৩৬৩ পৃষ্ঠা।

সোনার ঘড়ি পরিধান করার বিধান

ঘড়ি প্রয়োজনের ক্ষেত্রে মানুষ ব্যবহার করে থাকে। যদিও তা সৌন্দর্য ও অলঙ্কারের কাজ দেয় কিন্তু তবুও ঘড়ি অলঙ্কারের অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং ঘড়ি ব্যবহারের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ উভয়ের একই হুকুম হবে। তথা সোনা চাঁদির ঘড়ি যে রূপ পুরুষের জন্য নাজায়েয মহিলার জন্যেও নাজায়েজ-

وَالْاَصْلُ اَنَّ استعمالَ الذَّهَبِ فِيْمَايَرْجِعُ اِلٰى التزينِ مَكْرُوْهٌ فِى حَقِّ الرَّجُلِ دُوْنَ الْمَرْأَةِ لماقلناواستعماله فيمايرجع الى منفعة البدن مكروهٌ فى حق الرجل والمرأة جميعا (بدائع الصنائع ، كتاب الاستحسان،٦،٥٢٢)

❖ এমন ঘড়ি পরিধান করা যাতে সোনা বা চাঁদির পানি চড়ানো আছে জায়েয যেমন- ফাতাওয়া সেরাজিয়া, কেতাবুল কারাহিয়া, বাবুল মুতাফাররেক্বাত এ আছে

لَابَاسَ بِتَمويه السلاح بالذهب والفضة (فتاوىٰ سراجيه، كتاب الكراهية باب المتفرقات ص ٧٦)

❖ ফাতাওয়া আলামগিরী, কেতাবুল কারাহিয়াতে, আল বাবুল আশীর, ৫ম খন্ড, ৩৩৫ পৃষ্ঠায় আছে -

لَاباس بِالانتفاع بالاوانى المموهة بالذهب والفضة بالاجماع كذافى الاختيارشرح المختار (فتاوىٰ عالمگيرى، كتاب الكرهة،الباب العاشر)

❖ সুনানে নাসাঈ, কেতাবুয মিনাত এ আছে-

كَانَ خَاتم النبى ﷺ حديداًملويًاعليه فضة (نساء، كتاب الزينت)

অর্থাৎ: নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামা-র লোহার একটি আংটি ছিল যাতে চাঁদির পানি ছড়ানো ছিল।

❖ঘড়ি কোনও অংশ যদি সোনা বা চাঁদির হয় তবুও তা জায়েয হবে যেমন (বাহরুর রায়েক, কেতাবুল কারাহিয়াত, ফাসলুন ফিল লাবসে, ৮ম খন্ড, ৩৫০ পৃষ্ঠা) আছে-

لاباس بمسمار الذهب يجعل فى حجر الفص يعنى فى ثقبه لانه تابع كالعلم فلايعدلابسًا (بحرالرائق،كتاب الكراهية،فصل فى اللبس)

❖ ঘড়ির ভিতরের মেশিন যদি সোনা বা চাঁদির হয় আর ঘড়ির ডাইল প্লাস্টিক বা লোহার হয় তবুও জায়েয হবে। কারণ ফোক্বাহায়ে কেরাম (ফেকা শাস্ত্রের আলেমগণ) লোহার আংটি নাজায়েয বলা সত্যেও জায়েয করে দিয়েছেন যদি পানি চড়ানো থাকে; যেমন "রাদ্দুল মোহতার" কেতাবুল হাযর অল-ইবাহত এ আছে-

لاباس بايتخذخاتم حديدقدلوى عليه فضة والبس فضة حتى لايرىٰ

(ردالمحتار، كتاب الحظروالاباحة ٦، ٣٦٠)

সোনা বা চাঁদির কলম ব্যবহার করা

সোনা বা চাঁদির কলম ব্যবহার করা নাজায়েয। যেমন ফাতাওয়া আলামগিরী, কেতাবুল কারাহিয়াত, আল-বাবুল আশির, ফি-ইসতেমালিয যাহবে অল ফিযযাতে ৫ম খন্ড, ৩৩৪ পৃষ্ঠায় আছে -

ويكره ان يكتب بالقلم المتخذ من الذهب اوالفضة او من دواةٍ كذالك ويستوى فيه الذكروالانثٰى (فتاوىٰ عالمگيرى ، كتاب الكراهية ، الباب العاشر، فى استعمال الذهب والفضة)

অর্থাৎ: সোনা বা চাঁদির তৈরী কলম অথবা সোনা বা চাঁদি দিয়ে তৈরী করা কালি নারী পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে নাজায়েয। (ফাতাওয়া আলামগিরী)

পায়ের সাজ-সজ্জা

বুট পরিধান করার বিধান

বুট পুরুষদের পরিধেয়ের অন্তর্ভুক্ত বা পুরুষদেরই পরার একটি বস্তু সুতরাং পুরুষদের সাথে সাদৃশ্য হওয়ার কারণে মহিলাদের জন্য বুট পরিধান করা নাজায়েয। হ্যাঁ তবে যদি এমন কোনও বুট কোম্পানী তৈরী করে দেয় যা শুধু মহিলাদের জন্যই নির্দিষ্ট এবং পুরুষদের সাথে সাদৃশ্যও না হয় তবে মহিলাদের জন্যও এই ধরণের বুট পরিধান করার অনুমতি হতে পারে।

عَائِشَةَ ، قِيْلَ لَهَا ، هَلْ تَلْبِسُ الْمَرْأَةُ النَّعْلَ ؟ فَقَالَتْ قَدْ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الرَّجُلَةَ مِنَ النِّسَاءِ

অর্থাৎ: হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে জিজ্ঞাসা করা হলঃ মহিলারা কি পুরুষদের ন্যায় জুতো পরতে পারে? তিনি উত্তরে বললেন ঃ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম ঐ মহিলাদের প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করেছেন যারা পুরুষদের চরিত্র আপ্যায়ন করে। (মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কেতাবুল লেবাস, আদাবুল লেবাস ২য় খন্ড, ৮০১ পৃষ্ঠা) (মিশকাত হাঃ ৪৪৭০, আবূ দাউদ হাঃ ৪০৯৯)

উঁচু গোড়ালি জুতো পরার বিধান

উঁচু গোড়ালি জুতো পরিধান করা কয়েকটি কারণে নাজায়েয -

১। চরিত্রহীন পাপী ও মডার্ন মহিলাদের সাথে সাদৃশ্য পাওয়া

২। উঁচু গোড়ালী জুতো পরে নিজের উচ্চতা প্রকাশ করা। নচেৎ দেখবেন যারা নীচু মহিলা তারাই বেশি উঁচু গোড়ালীর জুতো পরিধান করে। সুতরাং এটা এক প্রকার ধোকা প্রতারনা যা শরীয়তে নাজায়েয।

৩। গোড়ালী ভারি হওয়ার কারণে চলাচলের সময় আওয়াজ সৃষ্টি হয় যার কারণে পরপুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ হয়।

৪। গোড়ালী উঁচু হওয়ার কারণে পিছন বেশি প্রকাশ পায়।

৫। বিচলন করতে হলে বাঁকা হয়ে বিচলন করে সোজা হয়ে চলতে পারে না।

এছাড়া আরও অনেক কারণ আছে।

তোড়া/নুপুর পরিধান করার বিধান

মহিলাদের জন্য পায়ে তোড়া/নুপুর ব্যবহার করা বৈধ (জায়েয) তবে শর্ত হল এই যে, তাতে যেন ঘুঙুর (ঝুমঝুমি) না থাকে। ঘুঙুর (ঝুমঝুমি) ওয়ালা তোড়া ব্যবহার করা নাজায়েয ও হারাম মহিলা সাবালিকা হোক অথবা নাবালিকা। আল্লাহপাক পবিত্র ক্বোরআনে বলেছেন -

لَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَايُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ

অর্থাৎ: মহিলারা যেন তাদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রকাশ কারার জন্য জোরে পদচারণা না করে। (সূরা নূর ৩১)

عَنْ بُنَانَةَ مَوْلَاةِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ حَسَّانَ الْاَنْصَارِىْ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ بَيْنَمَا هِىَ عِنْدَهَااِذْدُخِلَ عَلَيْهَابِجَارِيَةٍ وَعَلَيْهَاجَلَاجِلُ يُصَوِّتُنَ فَقَالَتْ لَا تُدْخِلْنَهَاعَلَىَّ اِلَّا اَنْ تَقْطَعُوْاجَلَاجِلَهَاوَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًافِيْهِ جَرَسٌ،حَسَنٌ

অর্থাৎ: হযরত আব্দুর রহমান বিন হাসসান রাদিয়াল্লাহু আনহু এর মুক্ত দাসী বুনানা হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে একদা তিনি হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) এর নিকট উপস্থিত ছিলেন। তখন একটি ছোট্ট বালিকাকে নিয়ে আসা হলো। বালিকার পায়ে তোড়া ছিল যার ঘুঙুর (ঝুমঝুমি) বাজছিল। তা শুনে তিনি বললেন, এর পা থেকে তোড়া না খুলে তাকে আমার কাছে আনবে না। তিনি আরো বলেন, আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ যে ঘরে ঘন্টা থাকে সে ঘরে ফিরিস্তা প্রবেশ করে না। (আবূ দাউদ শরীফ, হাঃ ৪২৩১, বাবু মাজ'আ ফিল জালাজিল)

পায়ে মেহেদী লাগানো

মেহেদী ব্যবহার করাটাও সৌন্দর্যের অন্তর্ভুক্ত সুতরাং মহিলাদের জন্য জায়েয, চাই সে হাতে ব্যবহর করুক অথবা পায়ে

لَا بَاسَ بِخِضَابِ الْيَدِوَالرِّجْلِ لِلنِّسَاءِ

অর্থাৎ: মহিলাদের জন্য হাতে অথবা পায়ে মেহেদী লাগাতে কোনও সমস্যা নেই। (শারহুল আশবা আন-নাযায়ের, আল-ফাসলুস সালিস, আহকামুল উনসা ২য় খন্ড, ৭৮ পৃষ্ঠা)

ইলম এবং আলেমের মর্যাদা সম্পর্কে জান্তে হলে অতুলনীয় বই
পড়ুন- **ইলম এবং আলেম সম্প্রদায়**
মুসলিম বুক ডিপো, কালিয়াচক, মালদা-৯৭৩৩২৮৮৯০৬

পায়ে আংটি পরার বিধান

পায়ে আংটি পরিধান করাও সৌন্দর্যের অন্তর্ভুক্ত সুতরাং মহিলারা যতটা খুশি সোনা ও রূপার আংটি পায়ে ব্যবহার করতে পারে।

وَاَمَّاالْمَرْاَةُ فَلَهَاالتَّخَتُّمُ فِى الْاَصَابِعِ كُلِّهَا

অর্থাৎ: মহিলাদের জন্য প্রত্যেকটা আঙ্গুলেই আংটি পরিধান করা জায়েয। (মিরক্বাতুল মাফাতিহ, কেতাবুল লেবাস, বাবুল খাতেম, আল-ফাসলুল আউওয়াল, ৮ম খন্ড, ১৮৬ পৃষ্ঠা)

অলঙ্কারের মাধ্যমে সাজ-সজ্জা

সোনা ও রূপার বিধান

সোনা ও রূপার অলঙ্কার নিঃসন্দেহে মহিলাদের জন্য জায়েয।

اَوَمَنْ يُنَشَّئُوْافِى الْحِلْيَةِ وَهُوَفِى الْخِصَامِ غَيْرُمُبِيْنٍ

অর্থাৎ: তারা কি এমন ব্যক্তিকে আল্লাহর জন্য বর্ণনা করে, যে অলঙ্কারে লালিত-পালিত হয় এবং বিতর্কে কথা বলতে অক্ষম। (সূরা মুখরাফ, ১৮ আয়াত)

عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَمْرٍوقَالَ خَرَجَ عَلَيْنَارَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَفِى اِحْدٰى يَدَيْهِ ثَوْبٌ مِّنْ حَرِيْرٍوَفِى الْاُخْرٰى ذَهَبٌ فَقَالَ اِنَّ هٰذَيْنِ مُحَرَّمٌ عَلٰى ذُكُوْرِاُمَّتِىْ حِلٌّ لِاُنَاثِهِمْ

অর্থাৎ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বের হয়ে আমাদের নিকট এলেন। তাঁর এক হাতে ছিল একটি রেশমী বস্ত্র এবং অপর হাতে ছিল এক টুকরা সোনা। তিনি বললেনঃ এ দু'টি জিনিস আমার উম্মাতের পুরুষদের জন্য হারাম এবং তাদের মহিলাদের জন্য হালাল। (ইবনে মাজা শরীফ, কেতাবুল লেবাস, বাবু লুবসিল হারীর, হাঃ নাঃ ৩৫৯৭)

يجوزللنساء لبس الحريروالتحلى بالفضة وبالذهب بالاجماع للاحاديث الصحيحة

অর্থাৎ: মহিলাদের জন্য রেশম এবং স্বর্ণ ও রৌপ্য এর অলঙ্কার পরিধান করা জায়েয। সহিহ হাদীস থেকে প্রমাণ থাকায় ইজমা আছে।

কৃত্রিম ও নব আবিষ্কৃত ধাতব গহনার বিধান

সোনা চাঁদি ছাড়া অন্য ধাতব বস্তু যেমন লোহা, পিতল, স্টীল, সিটি গোল্ড ইত্যাদির কৃত্রিম (নকল) গহনা ব্যবহার করা নাজায়েয ও মাকরুহ তাহারিমী

وَالتَّخَتُّمُ بِالْحَدِيْدِوَالصَّفْرِ وَالنَّحَاسِ وَالرَّصَاصِ مَكْرُوْهٌ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

(রাদ্দুল মোহতার ৯ম খন্ড, ৫১৮ পৃষ্ঠা, কেতাবুল হাযর অল-ইবাহাত)

❖ ফাতাওয়া রেজবীয়ায় আছে -

سونے چاندی کے علاوہ دوسری دھاتوں کے زیورات کا استعمال مکروہ تحریمی ہے

অর্থাৎ: স্বর্ণ ও রৌপ্য ছাড়া অন্য ধাতুর অলংকারগুলি ব্যবহার করা মাকরুহ তাহারিমী (ফাতাওয়া রেজবীয়া ৯ম খন্ড, ২০০ পৃষ্ঠা)

হাড়ের তৈরী গহনার বিধান

শুকর ছাড়া সমস্ত জীব-জন্তুর হাড়, শিং এবং দাঁত দ্বারা তৈরী সমস্ত অলংকার ব্যবহার করা জায়েয। কারণ শুকর ছাড়া সমস্ত জন্তুর হাড়, শিং এবং দাঁত নাপাক নয়; চাই সে হালাল পশু হোক কিংবা হারাম।

فاماالجلد والقرن والشعروالصوف والسن والعظم فكل هٰذاحلالٌ لِاَنَّهُ لَايذكى

(দারু কুতনী, কেতাবুত তাহারাত, বাবুদ দাবাগ, ১ম খন্ড, ৪২ পৃষ্ঠা)

عَنْ ثَوْبَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَاسَافَرَكَانَ آخِرُ عَهْدِهِ بِاِنْسَانٍ مِنْ اَهْلِهِ فَاطِمَةَ وَاَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهَافَاطِمَةَ فَقَدِمَ مِنْ

غَزَاةٍ وَقَدْعَلَّقَتْ مَسْحًااَوْسِتْرًااعَلٰى بَابِهَاوَحَلَّتِ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ قُلْبَيْنِ مِنْ فِضَّةٍ فَقَدِمَ فَلَمْ يَدْخُلْ فَظَنَّتْ اَنَّ مَامَنَعَهُ اَنْ يَّدْخُلَ مَارَأَى فَهَتَكَتِ السِّتْرَ وَفَكَّتِ الْقُلْبَيْنِ عَنِ الصَّبِيَّيْنِ وَقَطَعَتْهُ مِنْهُمَافَانْطَلَقَااِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَبْكِيَانِ فَاَخَذَهُ مِنْهُمَافَقَالَ يَاثَوْبَانُ ! اِذْهَبْ بِهٰذَااِلٰى فُلَانٍ اِنَّ هٰؤُلَاءِ اَهْلِىْ اَكْرَهُ اَنْ يَّأْكُلُوا طَيِّبَاتِهِمْ فِىْ حَيَاتِهِمُ الدُّنْيَايَاثَوْبَانُ ! اِشْتَرِلِفَاطِمَةَ قِلَادَةً مِنْ عَصْبٍ وَسُوَارَيْنِ مِنْ عَاجٍ،رواه احمدوابوداؤد

অর্থাৎ:রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামার সাধারণ নিয়ম ছিল যে, যখন তিনি কোনও সফরে বের হতেন, তখন ঘরের সকলের নিকট হতে বিদায় নিয়ে সর্বশেষ বিদায় নিতেন হযরত ফাতেমা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) হতে। আর যখন তিনি ফিরে আসতেন, তখন সর্ব প্রথম সাক্ষাৎ করতেন হযরত ফাতেমা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) এর সাথে। এভাবে একবার তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এক অভিযান থেকে ফিরে এসে হযরত ফাতেমা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) এর ঘরের দিকে অগ্রসর হয়ে দেখলেন, একখানা চট অথবা পর্দা তার ঘরের দরজায় ঝুলানো রয়েছে। আর হযরত হাসান ও হোসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) উভয়ের হাতে পরিহিত রয়েছে দু'খানা রূপার বালা। এটা দেখে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম ঘরের দরজা পর্যন্ত এলেন, কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করলেন না। ফলে হযরত ফাতেমা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বুঝতে পারলেন যে, এগুলো দেখার কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম ঘরে প্রবেশ করেন নি। অতঃপর হযরত ফাতেমা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) পর্দাখানা ছিড়ে ফেললেন এবং ছেলেদের হাত থেকে বালা দু'খানা খুলে নিলেন এবং ভেঙ্গে ফেললেন। ভাঙ্গা বালাদু'টি নিয়ে দু'ভাই কাঁদতে কাঁদতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এর নিকট উপস্থিত হলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বালা দু'খানা তাদের নিকট হতে নিয়ে নিলেন এবং বললেনঃ হে সাওবান! এ অলঙ্কার দুটি নিয়ে যাও এবং অমুক পরিবারস্থ লোকেদেরকে দিয়ে আসো(অর্থাৎ-দান করতে বললেন)। আর (হযরত হাসান ও হোসাইন এর দিকে ইঙ্গিত করে বললেন)তারা হলো আমার পরিবার পরিজন। তারা পার্থিব জীবনে সুখ সম্ভার ভোগ করবে, আমি তা পছন্দ করি না।

(অতঃপর বললেনঃ) হে সাওবান! যাও ফাতেমার জন্য আসবের (বিশেষ পুঁতির) একটি হার এবং হাতির দাঁতের তৈরী দু'টি বালা কিনে নিয়ে আসো (মিশকাত শরীফ, হাঃ ৪৪৭১, কেতাবুল লেবাস)

বি.দ্র.ঃ সম্ভবত দরজার পর্দাটাতে কোনও জীবের ছবি ছিল, আর পুরুষের জন্য চাঁদির গহনা পরিধান করা; উভয় কর্মই হারাম। হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা উক্ত কর্ম হারাম হওয়া সম্পর্কে ঐ সময় পর্যন্ত অবগত ছিলেন না তাই তাঁর দ্বারা এই কর্ম ঘটেছিল। (মিরাতুল নামাজীহ, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৫৫ পৃষ্ঠা)

◆ **হযরত মুফতী আহমাদ ইয়ার খান নাঈমী সাহেব বলেন–**

سواءسوراورانسان کے باقی تمام حرام جانوروں کی ہڈی جوخشک ہو پاک ہے

অর্থাৎ: শুকর এবং মানুষ ছাড়া সমস্ত জীব জন্তুর শুষ্ক হাড় পবিত্র। (মিরাতুল মানাযীহ ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৬৫ পৃষ্ঠা)

اَلتَّخَتُّمُ بِالْعَظْمِ جَائِزٌ كَذَا فِى الْعَزَائِبِ

অর্থাৎ: হাড় দ্বারা তৈরী করা আংটি জায়েয। (ফাতাওয়া আলামগিরী, কেতাবুল কারাহিয়াত, ৫ম খন্ড, ৩৩৫ পৃষ্ঠা)

শিশুদের নাক-কান ছেদানো ও গহনা পরানো

পুরুষদের নাক-কান ছেদন করা এবং তাতে গহনা পরিধান করা নাজায়েয চাই সে শিশু হোক কিংবা বড়ো। আজকাল দেখা যায় বেশির ভাগ মানুষ নিজ শিশুর গলায়, হাতে, পায়ে এবং কোমরে গহনা পরিধান করায় সেই শিশু পুরুষ হোক কিংবা নারী। নারী শিশু হলে তো কোনও সমস্যা নেই কিন্তু পুরুষ শিশুর জন্য অলংকার পরিধান করা নাজায়েয। যে পরাবে তার গুনাহ তার উপরই বর্তাবে এবং যারা এই কর্মে সন্তুষ্ট হবে সবাই গুনাহগার হবে।

اِنَّ ثَقْبَ الْاُذُنِ لِتَعْلِيْقِ الْقُرْطِ وَهُوَمِنْ زِيْنَةِ النِّسَاءِ فَلَا يَحِلُّ لِلذُّكُوْرِ

অর্থাৎ: কানে বালি পরিধান করার জন্য কান ছেদন করা মহিলাদের সৌন্দর্যের অন্তর্ভুক্ত সুতরাং এটা পুরুষদের জন্য হালাল নয়। (রাদ্দুল মোহতার ৯ খন্ড। ৬৯৩ পৃষ্ঠা)

(لِلصَّبِيِّ) اَىْ الذَّكَرِ لِاَنَّهُ مِنْ زِيْنَةِ النِّسَاءِ

অর্থাৎ: পুরুষ শিশুর জন্য (গহনা) পরিধান করা নাজায়েয এই জন্য যে গহনা নারীদের শোভার অন্তর্ভুক্ত। (রাদ্দুল মোহতার, কেতাবুল হাযর অল ইবাহাত, ফাসলুন ফিল ব্যায়, ৯ম খন্ড, ৬৯৩ পৃষ্ঠা)

❖ হুযূর স্বাদরুশ শারীয়া মুফতী আমজাদ আলী রাহামাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন-

لڑکوں کے کان چھدوانا بھی ناجائز اور اسے زیور پہنانا بھی ناجائز

অর্থাৎ: পুরুষ শিশুদের কান ছেদন করাও নাজায়েয এবং তাকে অলংকার পরিধান করাও নাজায়েয। (বাহারে শরীয়ত ১৬ খন্ড, ৫৯৯ পৃষ্ঠা, যিনাত কা বায়ান মাসআলা নম্বর ২য়)

ফুলের অলংকারের বিধান

ফুলের হার অথবা ফুলের কড়া বানিয়ে হাতে, পায়ে অথবা মাথায় ব্যবহার করা জায়েয। মনে রাখবে সমস্ত সাজ-সজ্জা শুধু স্বামীর সামনেই প্রকাশ করবে। পর পুরুষের সামনে নিজ সাজ-সজ্জা প্রকাশ করা অবৈধ।

جميع انواع الزينة بالحلى والطيب ونحو ذٰلک

جائز لهن مالم يغيرون شيئاً من خلقهن

অর্থাৎ: অলংকার, খুশবু এবং ঐ জাতীয় শোভমান সমস্ত প্রকার বস্তু মহিলাদের জন্য জায়েয যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের (মহিলাদের) সৃষ্টির কোনও অংশ বিকৃতি না ঘটছে। (উমদাতুল ক্বারী, কেতাবুল লেবাস, ২২ খন্ড, ৯২ পৃষ্ঠা)

লোহার অলংকারের বিধান

স্বর্ণ ও রৌপ্য ছাড়া যে কোনও ধাতুর অলংকার যেমন লোহা, পিতল, তামা এবং সিটি গোল্ড ইত্যাদি নাজায়েয।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَجُلًا جَاءَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ خَاتَمٌ مِّنْ شَبَهٍ فَقَالَ لَهُ مَالِى اَجِدُ مِنْکَ رِيْحَ الْاَصْنَامِ فَطَرَحَهُ ثُمَّ جَاءَ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيْدٍ فَقَالَ مَالِى اَرٰى عَلَيْکَ حِلْيَةَ اَهْلِ النَّارِ فَطَرَحَهُ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مِنْ اَىِّ شَىْءٍ اَتَّخِذُهُ ؟ قَالَ اِتَّخِذْهُ مِنْ وَرَقٍ وَلَا تُتِمَّهُ مِثْقَالًا

অর্থাৎ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে বুরাইদা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। একদা এক ব্যক্তি পিতলের আংটি পরিহিত অবস্থায় নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এর নিকট এলে তিনি তাকে বলেনঃ আমি তোমার কাছ থেকে মূর্তির গন্ধ পাচ্ছি কেন? এ কথা শুনে লোকটি আংটি ছুঁড়ে ফেলে দিলো। অতঃপর সে একটি লোহার আংটি পরে এলো তিনি (নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বললেনঃ আমি তোমার নিকট জাহান্নামীদের অলংকার দেখছি কেন? লোকটি এটিও ছুঁড়ে ফেলে দিলো। পরে লোকটি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! তাহলে কীসের আংটি ব্যবহার করবো? তিনি বললেনঃ রূপার আংটি ব্যবহার করো, তবে তা যেন এক মিসকাল (ওজন) এর বেশি না হয়। (আবূ দাউদ শরীফ, কেতাবুল লেবাস, হাঃ নাঃ ৪২২৩)

اَلتَّخَتُّمُ بِالْحَدِيْدِ وَالصُّفْرِ وَالنُّحَاسِ وَالرَّصَاصِ مَكْرُوْهٌ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

অর্থাৎ: লোহা, পিতল, তামা এবং কাঁচ এর আংটি ব্যবহার করা নারী পুরুষ উভয়ের জন্য মাকরুহ নাজায়েয। (রাদ্দুল মোহতার, ৬ খন্ড, ৩৬০ পৃষ্ঠা)

প্লাস্টিক এর অলংকারের বিধান

উপস্থিত যুগে প্লাস্টিকের চাহিদা খুব বেড়েছে, প্রায় সব কিছুই প্লাস্টিকের হতে চলেছে। প্লাস্টিকের অনেক অলংকারও তৈরী হয়েছে। এই অলংকার ব্যবহার করা নাজায়েয হওয়ার কোনও দলীল নেই সুতরাং জায়েয।

اَلْاَصْلُ فِى اللِّبَاسِ وَالزِّيْنَةِ الْحِلُّ وَالْاِبَاحَةُ سِوَاءٌ فِى الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ وَالْمَكَانِ(عمدة القارى، كتاب اللباس ،باب الطيب فى الراس واللحية جلد ٢٢ ص ٩٢

অর্থাৎ: পোশাক ও সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে মূল বিষয় হল (বস্তু) হালাল ও মুবাহ (ভালো) হওয়া চাই কাপড়ের বিষয়ে হোক অথবা শরীরের বিষয়ে হোক অথবা ঘর-বাড়ির বিষয়ে; সবই সমান। (উমদাতুল ক্বারী, ২২ খন্ড, ৯২ পৃষ্ঠা)

গহনা অথবা রূপ চর্চার বিধান

নিজ স্বামী অথবা মাহরাম (শরীয়তে যাদের সাথে বিবাহ হারাম) ছাড়া অন্য লোকের সামনে অলংকার বা রূপচর্চা করা হারাম। আল্লাহপাক পবিত্র ক্বোরআনে বলেন ঃ

لَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ

অর্থাৎ: মহিলারা নিজের সৌন্দর্য প্রকাশ করবে না। (সূরা নূর, ৩১ আয়াত)

◆ **নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলেছেন ঃ**

وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيْلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُؤُسُهُنَّ كَاَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيْحَهَا وَاِنَّ رِيْحَهَا لَيُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ كَذَا وَكَذَا

অর্থাৎ: এক দল স্ত্রী লোক যারা কাপড় পরিহিত উলঙ্গ, যারা অন্যদের আকর্ষণকারিনী ও আকৃষ্টা এবং মাথার চুলের অবস্থা উটের হেলে পড়া কুঁজের মতো। ওরা জান্নাতে যেতে পারবে না, এমনকি তার সুগন্ধিও পাবে না অথচ এত এত দূর হতে তার সুঘ্রাণ (সুগন্ধি) পাওয়া যায়। (মুসলিম শরীফ হাঃ ৫৪৭৫)

ঘুঙুর (বাজনা) যুক্ত অলংকারের বিধান

ঘুঙুর যুক্ত অথবা এমন কোনও অলংকার যে বাজে নাজায়েয। হাদীস পাকে আছেঃ আল্লাহপাক ঘুঙুর বা ঝুমঝুমির আওয়াজকে অপছন্দ করেন যেমন গানের আওয়াজকে অপছন্দ করেন। যারা ঘুঙুরযুক্ত অলংকার ব্যবহার করে তাদের হাশর (উঠানো) হবে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারকারীদের ন্যায়। যারাই ঘুঙুর বা বাজনাযুক্ত অলংকার পরিধান করে তাদের প্রতি অভিশাপ বর্ষণ হয়। (কানজুল উম্মাল, ১৬ খন্ড, ১৬৫ পৃষ্ঠা, হাঃ ৪৫০৬৩)

قَالَ عَلِىُّ بْنُ سَهْلِ بْنِ الزُّبَيْرِ اَخْبَرَهُ اَنَّ مَوْلَاةً لَهُمْ ذَهَبَتْ بِاِبْنَةِ الزُّبَيْرِ اِلٰى عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ وَفِى رِجْلِهَا اَجْرَاسٌ فَقَطَعَهَا عُمَرُ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ مَعَ كُلِّ جَرَسٍ شَيْطَانًا

অর্থাৎ: হযরত আলী ইবনে সাহাল ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একদা তাদের এক মুক্তদাসী হযরত যুবাইর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর কন্যাকে নিয়ে হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু এর নিকট এলো। তার (কন্যার) পায়ে (ঘুঙুরযুক্ত) নুপুর (তোড়া) ছিলো। হযরত উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু তা কেটে ফেলে দিয়ে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম কে বলতে শুনেছিঃ প্রতিটি ঘুঙুর বা ঝুম-ঝুমির ধ্বনির সাথে একটি শয়তান থাকে। (আবূ দাউদ শরীফ, হাঃ ৪২৩০)

◆ **আল্লাহপাক পবিত্র ক্বোরআনে বলেছেন ঃ**

لَايَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ

অর্থাৎ: মহিলারা যেন তাদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে। (সূরা নূর, আয়াত ৩১)

ঘুঙুর (বাজনা) যুক্ত অলংকার কখন জায়েয

ইমাম আহলে সুন্নাত আ'লা হযরত রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন ঃ

بجنے والا زیور عورت کے لئے اس حالت میں جائز ہے کہ نامحرموں مثلاً خالہ ماموں چچا پھوپھی کے بیٹوں، جیٹھ دیور بہنوئی کے سامنے نہ آتی ہو نہ اس کے زیور کی جھنکار (یعنی بجنے کی آواز) نامحرم تک پہنچے

অর্থাৎ: বাজনাযুক্ত অলংকার মহিলাদের জন্য সেই অবস্থায় জায়েয আছে যখন গায়ের মাহরাম (যাদের সাথে বিবাহ বৈধ) এমন লোকেদের সামনে না আসে, যেমন মাসি, মামা, কাকা এবং পিসি- এদের সন্তানসমূহ, ভাসুর, দেওয়ার এবং দুলহা ভাই। তার অলংকারের আওয়াজ পর পুরুষ পর্যন্ত না পৌঁছায়। (ফাতাওয়া রেযবীয়া ২২ খন্ড, ১২৮ পৃষ্ঠা)

গহনা পরে নামায পড়ার বিধান

ক্ষমতা থাকা সত্যেও মহিলাদের অলংকারবিহীন থাকা মাকরুহ ও নাজায়েয কারণ পুরুষদের সাথে সাদৃশ্য হয়।

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَكْرَهُ تعطر النِّسَاءِ وَتشبههن بِالرِّجَالِ

অর্থাৎ: নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম মহিলাদের গহনাবিহীন থাকা এবং পুরুষদের সাথে সাদৃশ্যকারী মহিলাদের অপছন্দ করতেন। (নেহায়া লি ইবনে আসীর, ৩য় খন্ড, ২৫৬ পৃষ্ঠা)

❖নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু কে বললেন-

يَاعَلِيُ مُرْ نِسَائَکَ لَا يُصَلِّيْنَ عَطَلًا ،رواه ابن اثير فى النهاية

অর্থাৎ: হে আলী! নিজ মহিলাদেরকে হুকুম দাও তারা যেন গহনা বিহীন নামায না পড়ে। (নেহায়া ৩য় খন্ড, ২৫৭ পৃষ্ঠা)

عَائِشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا كَرِهَتْ اَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ عَطَلًا وَلَوْاَنْ تَعَلَّقَ فِيْ عُنُقِهَاخَيْطًا (مجمع البحار،باب العين مع الطاء تحت لفظ عطل)

অর্থাৎ: হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা মহিলাদের গহনাবিহীন নামায আদায় করা অপছন্দ করতেন আর বলতেন যদি কিছু না পাও তো একটা ডোরাও গলায় ঝুলিয়ে নাও। (মাজমাউল বেহার ৩য় খন্ড, ৬২২ পৃষ্ঠা)

গহনা পরার বিধান

আজকাল আমাদের এলাকায় প্রচলন হয়েছে যে, বিবাহ না হলে গহনা এমন কি হাতে চুড়িও পরতে হবে না। এটা একদম শরীয়ত বিরোধী প্রচলন; মহিলা শিশু হোক কিংবা সাবালিকা অথবা বড়ো বৃদ্ধা সকলকেই গহনা (অলংকার) পরিধান করতে হবে। ক্ষমতা থাকা সত্যেও যদি না পরে তবে নাজায়েয হবে আর যদি অলংকারের ক্ষমতা না থাকে তো কমপক্ষে হাতে মেহেদী ব্যবহার করবে এবং পুরুষদের সাদৃশ্য বর্জন করবে।

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَكْرَهُ تعطر النِّسَاءِ وَتشبههن بِالرِّجَالِ

অর্থাৎ: নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম মহিলাদের গহনাবিহীন থাকা এবং পুরুষদের সাথে সাদৃশ্যকারী মহিলাদের অপছন্দ করতেন। (নেহায়া, লি ইবনে আসীর, ৩য় খন্ড, ২৫৬ পৃষ্ঠা)

❖ এক মহিলা পর্দার আড়াল থেকে একটি কেতাব (বই) হাতে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এর দিকে বাড়িয়ে দিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম নিজের হাত না বাড়িয়ে বললেন -

مَااَدْرِىْ اَيَدُرَجُلٍ اَمْ يَدُامْرَاَةٍ ؟ قَالَتْ بَلْ اِمْرَاَةٌ قَالَ لَوْ كُنْتِ اِمْرَاَةً لَغَيَّرْتِ اَظْفَارَكِ يَعْنِىْ بِالْحِنَاءِ ، حَسَنٌ

অর্থাৎ: আমি বুঝতে পারছি না এটা কোনো পুরুষের হাত না কি নারীর হাত? সে বললো বরং নারীর হাত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বললেন ঃ তুমি নারী হলে অবশ্যই তোমার নখগুলো মেহেদীর রং দ্বারা রঙ্গিত করতে। (আবূ দাউদ শরীফ, হাঃ ৪১৬৬, কেতাবুত তারাজ্জুল, বাবুন ফিল খেযাবে লিন-নেসা)

কাঁসার অলংকার এবং বাসনের বিধান

কাঁসার অলংকার ব্যবহার করা মাকরুহ (নাজায়েয) কিন্তু কাঁসার বাসন যেমন থালা, প্লেট, যগ ইত্যাদি ব্যবহার করা নারী পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে বৈধ।

ইমাম আহলে সুন্নাত আ'লা হযরত রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন ঃ

کانسہ کے برتن میں حرج نہیں اور اس کا زیور پہننا مکروہ

অর্থাৎ: কাঁসার বাসন ব্যবহার করাতে কোনও সমস্যা নেই কিন্তু তার (কাঁসার) অলংকার ব্যবহার করা মাকরুহ (নাজায়েয)। (ফাতাওয়া রেজবীয়া, ২২ খন্ড, ১২৯ পৃষ্ঠা)

الحمد لله تمت بالخير ، وماعلينا الاالبلاغ المبين

ইতি
আব্দুল আযীয কালিমী
১৩, সাফার ১৪৪২ হিজরী
১লা, অক্টোবর ২০২০
রোজ বৃহস্পতিবার

বর্তমান যুগে ঈমান-আক্বীদা ও আমল-কে মজবুত করার জন্য নিম্নলিখিত পুস্তক সমূহ পাঠ করুন ঃ-

১। কানযুল ঈমান।
২। শানে হাবিবুর রহমান।
৩। জা'আল হক।
৪। তামহীদে ঈমান।
৫। বাহারে শরীয়ত।
৬। কানুনে শরীয়ত।
৭। ফায়জানে সুন্নাত।
৮। সালতানাতে মুস্তাফা।
৯। আদ্দৌলাতুল মাক্কিয়া।
১০। ইমামের অনুসরণে কেরাতের হুকুম।
১১। ভূমিকম্পের কারণ ও পূর্ববর্তী আযাবের বিবরণ।
১২। আকাইদে আহলে সুন্নাত।

যোগাযোগ নম্বরঃ- ৯৭৩৩২৮৮৯০৬